গাজায় মসজিদে ইসরায়েলের হামলা, নিহত কমপক্ষে ৫০

সারে-জমিন

জয়নগরের তৃণমূল নেতা খুনে ধৃত সিপিএম নেতা

রূপসী বাংলা

ফিলিস্তিনিদের প্রতি পশ্চিমাদের অবজ্ঞার কারণ কী

সম্পাদকীয়

বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সাইকেল যাত্রা

গ্রাম-বাংলা

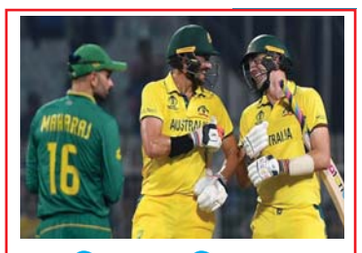

দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে বিশ্বকাপের ফাইনালে অস্ট্রেলিয়া

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

শুক্রবার
১৭ নভেম্বর, ২০২৩
৩০ কার্তিক ১৪৩০
২ জমাদিয়াল আউয়াল, ১৪৪৫ হিজরি

সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 18 ■ Issue: 309 ■ Daily APONZONE ■ 17 November 2023 ■ Friday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

উত্তরপ্রদেশ মাদ্রাসা বোর্ডের চিঠি যোগী আদিত্যনাথকে

আপনজন ডেস্ক: উত্তরপ্রদেশ মাদ্রাসা বোর্ডের চেয়ারম্যান ড.. ইফতিখার আহমেদ জাভেদ মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথকে মাদ্রাসা নিয়ে এক চিঠি লিখে অনুরোধ করা হয়েছে, গত বছর পরিচালিত মাদ্রাসার জরিপের বিষয়ে কিছু অগ্রগতি করা উচিত। কারণ অনেক মাদ্রাসা আট বছর ধরে অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। ড. ইফতিখার আহমেদ চিঠিতে উত্তরপ্রদেশের মাদ্রাসাগুলির সমীক্ষার কথা উল্লেখ করে বলেন, অনুমোদিত মাদ্রাসাগুলির জরিপের পর এক বছরেরও বেশি সময় পেরিয়ে গেছে,। কিন্তু সরকার এই ধরনের মাদ্রাসাগুলিকে বাদ দিচ্ছে। চিঠিতে , তিনি আরও লিখেছেন যে উত্তর প্রদেশের অনেক মাদ্রাসা আট বছর ধরে অনুমোদন পায়নি। তিনি বলেন, এক বছর আগে সাড়ে আট হাজার মাদ্রাসায় একটি জরিপ করা হয়েছিল যেখানে প্রায় সাড়ে সাত লাখ শিশু পড়াশুনা করছে। সরকারের পক্ষ থেকে এসব মাদ্রাসার অনুমোদনের বিষয়ে কোনো অগ্রগতি না হওয়ায় লাখ লাখ শিশুর ভবিষ্যৎ অন্ধকারে রয়েছে।

নতুন ফলক বসাতে হবে, কেন্দ্রের নির্দেশ বিশ্বভারতীকে

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: বিশ্বভারতীর ফলক বিতর্কে নয়া মোড়। বিদ্যুৎ চক্রবর্তীর লাগানো ফলক সরিয়ে নতুন ফলক বসাতে হবে। কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রক থেকে নির্দেশ বিশ্বভারতীকে। কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে বিশ্বভারতী কে একটি কমিটি গড়ার নির্দেশ। ইতিমধ্যে বিশ্বভারতীর তরফ থেকে ৬ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটি ঠিক করবে ফলকে কি লেখা থাকবে। প্রাথমিকভাবে একটি গাইডলাইন দেওয়া হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে। চলতি বছর ১৭ই সেপ্টেম্বর শান্তিনিকেতন কে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ ঘোষণা করে ইউনেস্কো। অক্টোবর মাসে বিশ্বভারতীর তরফ থেকে তিনটি ফলক বসানো হয় শান্তিনিকেতন চত্বরে। ফলকগুলো বসে উপাসনা গৃহ ও রবীন্দ্র ভবন এবং গৌড় প্রাঙ্গনে। শান্তিনিকেতন ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট পাশাপাশি ফলকে লেখা আচার্য হিসেবে নরেন্দ্র মোদি ও উপাচার্য হিসেবে বিদ্যুৎ চক্রবর্তী নাম। তাৎপর্যপূর্ণভাবে ফলকে বাদ যায় স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম ফলকে ব্রাত্য। খবর সামনে আসতেই রবীন্দ্র অনুরাগী এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আন্দোলনের ডাক দেন, ফলক সরাতে হবে।

১২৩ বিশিষ্টজনের আর্জি স্পিকারের কাছে

জনস্বার্থে মেয়াদ পর্যন্ত রাখা হোক মহুয়ার সাংসদ পদ

আপনজন ডেস্ক: সংসদে আদানি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে প্রশ্ন করার জন্য এক ব্যবসায়ীর কাছ থেকে অনুগ্রহ নেওয়ার অভিযোগে নৈতিকতা কমিটি তাঁকে বহিষ্কারের সুপারিশ করলেও ১২৩ জন সচেতন নাগরিক বুধবার লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার কাছে তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ মহুয়া মৈত্রকে "জনস্বার্থে" তার মেয়াদ শেষ করার অনুমতি দেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন।

গত সপ্তাহে লোকসভার এথিকস কমিটি একটি রিপোর্ট গ্রহণ করে, যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে তাঁকে বহিষ্কারের সুপারিশ করা হয়, যেখানে বিরোধী দলের পাঁচ জন সদস্যই প্রতিবাদ করেন এবং ভিন্নমত রে নোট জমা দেন, তদন্তকে অসম্পূর্ণ ঘোষণা করেন এবং গৃহীত প্রক্রিয়াটিকে "ক্যাঙ্গারু কোর্টের" সাথে তুলনা করেন।

এক বিবৃতিতে ১২৩ জন স্বাক্ষরকারী একটি কর্পোরেট গোষ্ঠীর কার্যকলাপ সম্পর্কে সত্যিকারের উদ্বেগ প্রকাশের জন্য মৈত্রের সাথে যেভাবে আচরণ করা হয়েছে তা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন, যার সুদূরপ্রসারী জনস্বার্থের প্রভাব থাকতে পারে। তারা মনে করেন এই পুরো অধ্যায়ে আন্তঃকর্পোরেট স্বার্থের দ্বন্দ্বের চেয়ে আরও বেশি কিছু রয়েছে। বিশেষ করে, স্বাক্ষরকারীরা বেসরকারি সংস্থাগুলির দ্বারা রাজনৈতিক দলগুলির অর্থায়নের সুবিধার্থে নরেন্দ্র মোদী সরকার কর্তৃক কোম্পানি আইনে করা পরিবর্তনগুলি তুলে ধরেছেন।

তারা বলেছেন, এক সময় কোম্পানি আইনে রাজনৈতিক দলগুলিকে কর্পোরেট অনুদান নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। নির্বাচনী দুর্নীতি এবং নির্বাচনী ব্যয়ের অপব্যবহার বাড়তে শুরু করায়, একের পর এক সরকার বেসরকারি সংস্থাগুলিকে নির্বাচনে অর্থ য়নের অনুমতি দেওয়ার জন্য এই আইনটিকে শিথিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তারা বলেন, গত নয় বছরে বর্তমান সরকার এর চেয়ে অনেক বেশি এগিয়ে গেছে এবং বিদেশী উৎস থেকে অনুদানসহ কর্পোরেট অনুদানের দ্বার উন্মুক্ত করেছে। এটি যথেষ্ট ছিল না, এটি নির্বাচনী বন্ডের একটি অত্যন্ত পশ্চাদপদ ব্যবস্থা চালু করেছে যা রাজনৈতিক দলগুলিকে বেনামী ব্যক্তি এবং কর্পোরেট সংস্থার কাছ থেকে অনুদান গ্রহণের অনুমতি দিয়েছে, যার ফলে সংবিধানের ১৯ অনুচ্ছেদের অধীনে নাগরিকদের 'জানার অধিকার' থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে।

আদানি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে প্রশ্ন করার জন্য ব্যবসায়ী দর্শন হিরানন্দানির কাছ থেকে সুবিধা নেওয়ার জন্য মৈত্রের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের কথা উল্লেখ করে স্বাক্ষরকারীরা উল্লেখ করেছেন, কর্পোরেট গভর্নেন্সে অনিয়মের উদাহরণগুলির বিষয়ে যেভাবে প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন তাতে জনস্বার্থের উপর এর ক্ষতিকারক প্রভাব পড়বে। মহুয়া লোকসভায় তাঁর হস্তক্ষেপের মাধ্যমে এই বিষয়গুলির দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করেছিলেন উল্লেখ করে তারা বলেন, তার সম্ভাব্য বহিষ্কার এই আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে শূন্যতা তৈরি করবে। তদুপরি, প্রকৃত ন্যায়বিচারের জন্য উত্থাপিত সমস্ত প্রমাণগুলিতে অ্যাক্সেস পাওয়ার পর্যাপ্ত সুযোগ দেওয়া উচিত ও সাক্ষীদের জেরা করা উচিত। এমনকি যথাযথ প্রক্রিয়ার পরে মৈত্রের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হয়েছে তার জন্য দোষী সাব্যস্ত হওয়ার ক্ষেত্রেও শাস্তি আনুপাতিক হওয়া উচিত বলে মন্তব্য করেছেন স্বাক্ষরকারীরা। স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে রয়েছেন সাংসদ জহর সরকার, হর্ষ মান্দার, সমাজকর্মী শবনম হাশমি, অবসরপ্রাপ্ত আইপিএস মীনা গুপ্ত প্রমুখ।

বিবাহ রেজিস্ট্রির জন্য এবার বায়োমেট্রিক্স বাধ্যতামূলক

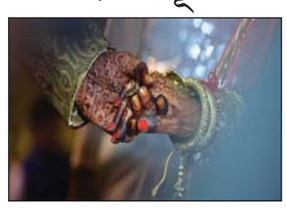

আপনজন ডেস্ক: ১ নভেম্বর থেকে পশ্চিমবঙ্গে বিবাহের রেজিস্ট্রির জন্য বায়োমেট্রিক্স বাধ্যতামূলক করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন রাজ্যের বিবাহ নিবন্ধকরা। তারা বলেন, বায়োমেট্রিক্স বাধ্যতামূলক করার ফলে তা জাল বিয়ে এবং পরিচয় লুকনোর প্রচেষ্টা রুখতে সক্ষম হবে। তবে, সেই সঙ্গে এই ক্ষেত্রে বিশেষত পোর্টালে প্রযুক্তিগত ত্রুটিগুলি নিবন্ধনকে কিছুটা বাধা দিচ্ছে বলে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন বিবাহ রেজিস্ট্রাররা। কলকাতার বিবাহ নিবন্ধক তথা আইনজীবী বিবেক শর্মা সংবাদসংস্থাকে বলেন, এটি রাজ্য সরকারের একটি খুব ভালো পদক্ষেপ, কারণ এটি পুরো প্রক্রিয়াটিকে নির্ভুল করে তুলবে।" নতুন ব্যবস্থা অনুযায়ী, রাজ্যে বিবাহ করতে গেলে এ বার থেকে দম্পতি এবং তাঁদের তিনজন সাক্ষীর আঙুলের ছাপ লাগবে বলে জানিয়েছেন আধিকারিকরা। অপর এক বিবাহ রেজিস্ট্রার অনিমেষ চক্রবর্তীও এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছেন। তার কথায়, বায়োমেট্রিক্স বাধ্যতামূলক করা একটি স্বাগত জানানোর মতো পদক্ষেপ। তবে, এই বাধ্যবাধকতা স্পেশাল ম্যারেজ ও হিন্দু ম্যারেজ অ্যাক্টে লাগু হলেও মুসলিমদের বিয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে কিনা তা নিয়ে স্পষ্ট নির্দেশ মেলেনি।

১৫৫ কোটি প্রতারণার দায়ে প্রাক্তন এনআরসি কর্তা প্রতীক হাজেলা

আপনজন ডেস্ক: অসমের একটি আদালত জাতীয় নাগরিক পঞ্জির (এনআরসি) প্রাক্তন রাজ্য সমন্বয়ক প্রতীক হাজেলাকে ১৭ নভেম্বর আদালতে হাজির হওয়ার জন্য তলব করেছে। কামরূপ মেট্রোপলিটন জেলার অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ নং ১-এর আদালত অসমিয়া চলচ্চিত্র নির্মাতা ও ব্যবসায়ী লুইত কুমার বর্মনের দায়ের করা ফৌজদারি রিভিশন পিটিশনের ভিত্তিতে সমন জারি করে। আবেদনকারী সিআরপিসির ৩৯৭ ধারায় ফৌজদারি সংশোধন দায়ের করেছেন। ১৭ নভেম্বর, ২০২৩ সকাল সাড়ে ১০টায় এই আদালতে হাজির হয়ে কোনও আপত্তি থাকলে তা জানাতে বলা হয়েছে হাজেলাকে। আদেশে আরও বলা হয়েছে, যদি ব্যক্তিরা আদালতে হাজিরা দিতে ব্যর্থ হন তবে মামলাটি একতরফাভাবে শুনানি করা হবে।

এনআরসি নিয়ে ভারতের ক্যাগ রিপোর্টের ভিত্তিতে এই পিটিশন দায়ের করেছিলেন বর্মণ। তিনি অভিযোগ করেন, এনআরসি আপডেট করার সময় হাজেলা ১৫৫ কোটি টাকার অপব্যবহার করেছিলেন। ২০১৯ সালের আগস্টে প্রকাশিত এনআরসির সম্পূর্ণ তালিকা থেকে অসমের ৩.৩ কোটি আবেদনকারীর মধ্যে ১৯.০৬ লক্ষেরও বেশি বাদ পড়েন।

হাজেলা অসম-মেঘালয় ক্যাডারের ১৯৯৫ ব্যাচের আইএএস অফিসার, যিনি আগস্ট মাসে আসাম সরকারের কাছ থেকে ভিআরএসের অনুমোদন পেয়েছিলেন। এনআরসি আপডেটের উপর সরাসরি নজরদারি করা সুপ্রিম কোর্ট ২০১৯ সালে এনআরসি ঘিরে তার জীবনের হুমকির কথা বিবেচনা করে তাকে তার নিজের রাজ্য মধ্যপ্রদেশে স্থানান্তরিত করে। অসমে তার বিরুদ্ধে আরও দুটি মামলা বিচারাধীন রয়েছে।

এনআরসি অফিসে তাঁর উত্তরসূরি হিতেশ দেব শর্মা একটি মামলা দায়ের করেছিলেন। দেব শর্মা অভিযোগ করেন, হাজেলা অবৈধ বাংলাদেশি অভিবাসীদের এনআরসিতে তাদের নাম অন্তর্ভুক্ত করতে সহায়তা করেছিলেন। আসাম পাবলিক ওয়ার্কস নামে একটি সংগঠন এনআরসি আপডেট প্রক্রিয়ায় কারচুপির অভিযোগ এনে এফআইআর দায়ের করেছিল।

মথুরার শাহী ঈদগাহে সমীক্ষা নিয়ে সিদ্ধান্ত এখনই নয়: হাইকোর্ট

আপনজন ডেস্ক: মথুরার শাহী ঈদগাহ-শ্রীকৃষ্ণ জন্মভূমি- বিতর্কে সমীক্ষার জন্য আদালত কমিশনার নিয়োগের আবেদনের শুনানি বৃহস্পতিবার এলাহাবাদ হাইকোর্ট সংরক্ষিত রেখেছে। শাহী ঈদগাহ সম্পর্কিত ১৬টি মামলার শুনানি বৃহস্পতিবার এলাহাবাদ হাইকোর্টে হয়েছে, যার মধ্যে ভগবান কৃষ্ণ ও কাটরা কেশব দেব সম্পর্কিত মামলাও রয়েছে। মামলার অন্যতম বাদী রঞ্জনা অগ্নিহোত্রী কৃষ্ণ জন্মভূমি কমপ্লেক্সের সমীক্ষা চেয়েছেন। বিচারপতি মায়াঙ্ক কুমার জৈন এই মুহূর্তে উভয় পক্ষের বক্তব্য শোনার পরে তার আদেশ সংরক্ষিত রেখেছেন। বাদীপক্ষের আইনজীবী বিষ্ণু শঙ্কর জৈন বলেন, বারাণসীর জ্ঞানবাপি কমপ্লেক্সের আদলে শ্রীকৃষ্ণ জন্মভূমি কমপ্লেক্সের শাহী ঈদগাহ মসজিদে সমীক্ষা চালানো উচিত। এজন্য একজন অ্যাডভোকেট কমিশনার নিয়োগ দিতে হবে। তিনি আদালতকে আদালত কমিশনার হিসাবে তিনজন আইনজীবীর একটি প্যানেল নিয়োগের অনুরোধ করেছিলেন। অন্য পক্ষ তথা মসজিদ কমিটি এই আবেদনের বিরোধিতা করে বলেছে, উপাসনালয় আইন এবং ওয়াকফ বোর্ড আইনের অধীনে মামলার বিচার শেষ না হওয়া পর্যন্ত আবেদনের বিষয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে না।

বাদী পক্ষ এর বিরোধিতা করে বলেন, আদালত কমিশনার নিয়োগের দাবির বিষয়ে আদালত যে কোনো পর্যায়ে সিদ্ধান্ত নিতে স্বাধীন। তাদের যুক্তির সমর্থনে সুপ্রিম কোর্টের বেশ কয়েকটি রায় উদ্ধৃত করা হয়েছিল। এছাড়াও জ্ঞানবাপি মসজিদ মামলায় দেওয়া রায়ের কথা উল্লেখ করে বলা হয়, জ্ঞানবাপি মামলায়ও আদালত কমিশনার নিয়োগের নির্দেশ দিয়েছিল।

এমতাবস্থায় ঈদগাহ কমপ্লেক্সটি কোর্ট কমিশনার ও প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক সমীক্ষা করে এর ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফি করতে হবে এবং পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন আদালতে উপস্থাপন করতে হবে। বলা হয়েছিল, অ্যাডভোকেট কমিশনার নিয়োগ করা হলে এবং ঘটনাস্থলের শারীরিক পরিদর্শন করা হলে মামলার শুনানির জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ বেরিয়ে আসবে কারণ মসজিদের নীচে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সাথে সম্পর্কিত অনেক চিহ্ন এবং হিন্দু স্থাপত্য সম্পর্কিত প্রমাণ রয়েছে বলে তারা অভিযোগ করে।

কমিটি অফ ম্যানেজমেন্ট মথুরা শাহি ঈদগাহের পক্ষে আইনজীবী মেহমুদ প্রাচা যুক্তি দিয়েছিলেন যে গত ৪৬ বছর ধরে কিছুই করা হয়নি। এছাড়া সুপ্রিম কোর্টে মামলা স্থানান্তরের বিষয়ে হাইকোর্টের আদেশকে চ্যালেঞ্জ করেছে কমিটি, যার শুনানি আগামী ৯ জানুয়ারি হওয়ার কথা রয়েছে। সুন্নি সেন্ট্রাল ওয়াকফ বোর্ড সিপিসি আদেশ ৭ বিধি ১১ এর অধীনে দেওয়ানি মামলার রক্ষণাবেক্ষণে আপত্তি জানায়।

এতে আরও বলা হয়, উপাসনালয় আইনের অধীনে ১৯৪৭ সালের মর্যাদা পরিবর্তন করা যাবে না। এই ধরনের ক্ষেত্রে দেওয়ানি মামলা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ওয়াকফ আইনও এ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এমন পরিস্থিতিতে যখন মামলাটি নিজেই টেকসই হয় না, তখন অ্যাডভোকেট কমিশনার নিয়োগের কোনো যৌক্তিকতা থাকে না। এটি বলা হয়েছিল যে দেওয়ানি মামলাগুলির স্থায়িত্ব প্রথমে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত।

তবেই আরও কিছু আদেশ দেওয়া যাবে। মন্দিরের পক্ষের আইনজীবী মহেন্দ্র প্রতাপ সিং-সহ আরও বেশ কয়েকটি পক্ষ যুক্তি তর্ক করেন। প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে চলা শুনানিতে উভয় পক্ষের বক্তব্য শোনার পর আদালত তার আদেশ সংরক্ষিত রেখেছেন। শুনানিতে উপস্থিত না থাকা পক্ষগুলোকে নোটিশ জারির ও নির্দেশ দিয়েছেন আদালত।

মধ্যপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচন আজ

আপনজন ডেস্ক: মধ্যপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনের জন্য শুক্রবার সমস্ত ২৩০টি আসনে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। তার আগে, নির্বাচন কমিশন শুক্রবার রাজ্যের ২৩০টি আসনে ভোট গ্রহণের জন্য সমস্ত প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে। শুক্রবার ভোটগ্রহণ সকাল ৭টায় শুরু হয়ে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত চলবে, যদিও নকশাল প্রভাবিত বালাঘাট, ডান্ডোরি এবং মান্ডলা জেলার সংশ্লিষ্ট নকশাল এলাকায় অবস্থিত ভোট কেন্দ্রগুলিতে ভোটদান প্রক্রিয়া সকাল ৭ টায় শুরু হবে এবং চলবে। বিকাল ৩টার মধ্যে সম্পন্ন হবে।

ভোটের আগে, বুধবার সন্ধ্যায় ২৩০ টি আসনে প্রচারণার শেষ তারিখ শেষ হওয়ায় নির্বাচনী উন্মাদনা কমে গেছে। এ ক্ষেত্রে প্রার্থীরা এখন শুধুমাত্র গণযোগাযোগ করতে পারবেন। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক অনুপম রাজন সংবাদ সংস্থাকে বলেছেন যে নির্বাচন কমিশন সমস্ত ২৩০টি আসনে সুষ্ঠ ও শান্তিপূর্ণ ভোট গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে। রাজ্যের ৫৬ মিলিয়নেরও বেশি ভোটার ৬৫,৫০০ টিরও বেশি ভোটকেন্দ্রে তাদের আইডি কার্ড দিয়ে ভোট দিতে পারবেন। তিনি সকল ভোটারদের ভোটে অংশগ্রহণের আহবান জানান। বিধানসভা নির্বাচনে মোট ২৫৩৩ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন, যার মধ্যে ২২৮০ জন পুরুষ, ২৫২ জন মহিলা এবং অন্য একজন (তৃতীয় লিঙ্গ) প্রার্থী রয়েছে। নির্বাচনী প্রচারণার সময় ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) এবং কংগ্রেসের সিনিয়র নেতাদের পাশাপাশি বিভিন্ন দলের নেতারা তাদের সর্বস্ব দিয়েছেন। প্রায় এক পাক্ষিক ধরে চলা নির্বাচনী প্রচারের সময়, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ১৫টি জনসভা করেছেন, বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডা ১৪টি, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অমিত শাহ ২১টি এবং অন্যান্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা। এদিকে মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান গত মাস থেকে প্রায় ১৬০ টি নির্বাচনী সমাবেশ করেছেন। রাজ্য বিজেপি সভাপতি বিষ্ণুদুত শর্মা ৫৫টি সভায় ভাষণ দিয়েছেন। দলের অন্য তারকা প্রচারকরাও সমাবেশ করেছেন।

অন্যদিকে, কংগ্রেসের সিনিয়র নেতা রাহুল গান্ধী, প্রিয়াঙ্কা গান্ধী, দলের সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে, রাজ্য কংগ্রেস সভাপতি কমল নাথ, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী দিগ্বিজয় সিং এবং অন্যান্য নেতারাও নির্বাচনী বৈঠক করেছেন। বুধনি থেকে মুখ্যমন্ত্রী ও বিজেপি নেতা শিবরাজ সিং চৌহান, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্য কংগ্রেস সভাপতি কমল নাথ চিন্দওয়াড়া থেকে এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নরেন্দ্র সিং তোমর দামিনী থেকে, নরসিংপুর থেকে প্রহ্লাদ প্যাটেল লড়ছেন। এছাড়াও বিজেপির চারজন সাংসদ, দুই ডজনেরও বেশি রাজ্য সরকারের মন্ত্রী এবং গুরুত্বপূর্ণ নেতারাও নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৮ বর্ষ, ৩০৯ সংখ্যা, ৩০ কার্তিক ১৪৩০, ২ জমাদিয়াল আউয়াল, ১৪৪৫ হিজরি

রিজেন্ট হানিইটার

এক প্রজাতির পাখি হঠাত্ বোবা হইয়া গিয়াছে। পাখিটির নাম রিজেন্ট হানিইটার। আহা মধু যাহারা খায়, তাহারা কেন কণ্ঠহারা হইবে? পাখিরা তো কিচিরমিচির করিবে, গান গাহিবে। কবি বলিয়াছেন—'একবার ভেবে দেখ ভেবে দেখ মন/ পৃথিবীতে পাখি কেন গায়।'

পাখি কেন গান গায়—ইহার ব্যাখ্যা বিজ্ঞানীরা অনেক পূর্বেই দিয়াছেন। পাখিরা তাহাদের কূজন কিংবা গানের মাধ্যমে তথ্যের আদানপ্রদান করিয়া থাকে। ইহার মধ্যে রহিয়াছে বিপত্সংকেত, অনুরাগ, প্রেম এবং বংশবৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষা; কিন্তু কোনো এক প্রজাতির পাখি যদি গান গাওয়া ভুলিয়া যায়—তাহা হইলে ইহার নেপথ্য বিপদের ইতিহাস জানিতে হইবে। রিজেন্ট হানিইটার ছিল গায়ক পাখি। গবেষণায় বলা হইয়াছে, গান ভুলিয়া যাওয়ার কারণে তাহারা বিপন্নও হইয়া পড়িয়াছে। এখন প্রশ্ন হইল, গান ভুলিয়া যাওয়ার জন্য বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে, নাকি বিপন্ন হইবার কারণে তাহারা গান ভুলিয়া গিয়াছে? এই প্রশ্নে পরিবেশ-প্রতিবেশের বিপন্নতার কথাই সকলের পূর্বে আসিবে। সেই দিকে ব্যাখ্যা করিবার মতো অনেক কিছুই রহিয়াছে। আমরা এই ক্ষেত্রে বুঝিয়া দেখিতে পারি, একটি প্রজাতি মূক বা বোবা হইয়া গেলে, কথা বলিতে ভুলিয়া গেলে কীভাবে তাহারা বিপন্ন হইয়া পড়ে। কিছুদিন পূর্বে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে রিজেন্ট হানিইটার পাখির ব্যাপারে বলা হইয়াছে, এই পাখি একসময় দক্ষিণ-পূর্ব অস্ট্রেলিয়ায় বিপুলসংখ্যায় বসবাস করিলেও এখন মাত্র তিন শতের ঘরে নামিয়া আসিয়াছে। সুতরাং স্পষ্টভাবেই তাহারা এখন পুরাপুরি নিশ্চিহ্ন হইয়া যাওয়ার প্রহর গুনিতেছে। তাহা হইলে সমীকরণটি এইরকম দাঁড়াইল, কেহ যখন কথা বলিতে ভুলিয়া যায় তখন তাহারা বিপন্ন হইয়া পড়ে। কিংবা বলা যায়, বিপন্ন হইয়া পড়িলে কথা বলা ভুলিয়া যাইতে হয়। আর তখন তাহাদের বিলীন হইয়া যাওয়াটাও কেহ আটকাইতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ যেমন বলিয়াছেন—'মধ্যদিনে যবে গান বন্ধ করে পাখি,/ হে রাখাল, বেণু তব বাজাও একাকী।' তাই, তো; পাখি গান বন্ধ করিলে রাখাল তো বেণু বাজাইতেই পারে; কিন্তু এই বেণু বাজাইবার মতো রাখাল তো থাকিতে হইবে। তাহা না হইলে কবির কথা অনুযায়ী মধ্যদিনেই নামিয়া আসিবে শ্মশান নীরবতা। এখন আমরা খুব সহজেই বুঝিতে পারি, কূজন কিংবা গানের মাধ্যমে পাখিরা যেইভাবে নিজেদের টিকাইয়া রাখে, সেই পাখিরাই যদি মূক হইয়া পড়ে, গান গাইতে ভুলিয়া যায়, তাহা হইলে তাহাদের অবস্থা রিজেন্ট হানিইটারের মতো হইবেই। মানবজীবনও কি একই রকম নহে? কোনো জাতি যদি তাহার কথা বলিবার ক্ষমতা হারাইয়া ফেলে, তবে তাহারা কি ক্রমশ বিপন্ন হইয়া পড়িবে না? কিংবা উলটা করিয়া বলিতে পারি, কোনো জাতি যদি অন্তঃসলিলার মতো তলে তলে বিপন্ন হইয়া পড়ে তাহা হইলে কি তাহারা কথা বলিবার ক্ষমতা ক্রমশ হারাইয়া ফেলিবে না? কোথাও যদি তৈরি হয় এমনই পরিবেশ, যেইখানে কথা বলার চাইতে চুপ থাকাটাই শ্রেয়—সেইখানে কি রিজেন্ট হানিইটার পাখির মতো মানুষও ক্রমশ মূক বা বোবা হইয়া যাইবে? আমাদের এইভাবে অনেক জিজ্ঞাসার মধ্যে ফেলিয়া দিতেছে রিজেন্ট হানিইটার পাখি।

তাহা হইলে এত কিছু না ভাবিয়া আমরা কবিগুরুর 'অনন্ত জীবন' কবিতার মতো বলিতে পারি—'অধিক করি না আশা, কীসের বিষাদ/ জন্মেছি দুদিনের তরে,/ যাহা মনে আসে তাই আপনার মনে/ গান গাই আনন্দের ভরে।' সুতরাং আমাদেরও বুঝিতে হইবে—সাড়ে তিন হাত মাটির নিচে সকলকেই যাইতে হইবে। যাহা মনে আসে, তাহার পথ রুদ্ধ করিয়া কী লাভ? বোবা থাকিয়াও কি খুব অধিক লাভ আছে? কথায় বলে—বোবার শত্রু নাই; কিন্তু মিত্রও তো নাই। বরং বোবায় আছে বিপন্নতা—রিজেন্ট হানিইটার পাখির মতো। সুতরাং রিজেন্ট হানিইটার পাখি হইতে শিখিবার আছে অনেক কিছু।

ফিলিস্তিনিদের প্রতি পশ্চিমাদের অবজ্ঞার কারণ কী

ফিলিস্তিনিদের প্রতি পশ্চিমা শ্বেতাঙ্গদের অবজ্ঞার সংস্কৃতি চলে আসছে উনিশ শতক থেকে। সে সময় ফিলিস্তিনিরা শ্বেতাঙ্গ মার্কিন, ব্রিটিশ ও জার্মান ইভানজেলিক্যাল প্রোটেস্ট্যান্টদের ফিলিস্তিনে উপনিবেশ তৈরির চেষ্টায় প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। ব্রিটিশরা চেয়েছিল ইউরোপীয় ইহুদিদের ধর্মান্তরিত করে ফিলিস্তিনে পাঠাবে উপনিবেশ গড়তে। এ প্রকল্প সফলতার মুখ দেখেনি। তবে তা ইহুদি জায়নবাদের উত্থান ঘটায়। উনিশ শতকের শেষার্ধ থেকে এখন পর্যন্ত ইহুদি জায়নবাদীরা ফিলিস্তিনিদের প্রতি একই মনোভাব পোষণ করে। তারা ফিলিস্তিনিদের পরাজয়, মৃত্যু, বাস্তুচ্যুতি চায়। লিখেছেন **জোসেফ মাসাদ**।

ফিলিস্তিনিদের প্রতি পশ্চিমা শ্বেতাঙ্গদের অবজ্ঞার সংস্কৃতি চলে আসছে উনিশ শতক থেকে। সে সময় ফিলিস্তিনিরা শ্বেতাঙ্গ মার্কিন, ব্রিটিশ ও জার্মান ইভানজেলিক্যাল প্রোটেস্ট্যান্টদের ফিলিস্তিনে উপনিবেশ তৈরির চেষ্টায় প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। ব্রিটিশরা চেয়েছিল ইউরোপীয় ইহুদিদের ধর্মান্তরিত করে ফিলিস্তিনে পাঠাবে উপনিবেশ গড়তে। এ প্রকল্প সফলতার মুখ দেখেনি। তবে তা ইহুদি জায়নবাদের উত্থান ঘটায়।

উনিশ শতকের শেষার্ধ থেকে এখন পর্যন্ত ইহুদি জায়নবাদীরা ফিলিস্তিনিদের প্রতি একই মনোভাব পোষণ করে। তারা ফিলিস্তিনিদের পরাজয়, মৃত্যু, বাস্তুচ্যুতি চায়। উদ্দেশ্য একটাই, দেশটিতে যেন বসতি স্থাপনকারীরা উপনিবেশ তৈরির কাজটা শেষ করতে পারে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে শ্বেতাঙ্গ উপনিবেশবাদীরা অশ্বেতাঙ্গদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করতেন ও বৈরী মনোভাব পোষণ করতেন। ইউরোপীয় ও মার্কিনরা ফিলিস্তিনিদের প্রতি যে অবজ্ঞাসূচক মনোভাব পোষণ করে, তার ধরনও একই রকম।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর দ্য ব্রিটিশ বেলফোর ঘোষণা ও লিগ অব নেশনসের প্রতিশ্রুতিতে ফিলিস্তিনিদের বড়জোর বিরক্তি উদ্রেককারী গোষ্ঠী হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছিল। সিদ্ধান্ত ছিল, ইউরোপ থেকে যে ইহুদিরা আসবে, তাদের ঔপনিবেশিক শক্তি হিসেবে ফিলিস্তিনিদের ওপর বসিয়ে দেওয়া হবে। কারণ, ফিলিস্তিনিরা ছিল তাদের কাছে বর্জনযোগ্য একটি জাতি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এবং ইউরোপে গণহত্যার পরিপ্রেক্ষিতে ইউরোপীয় খ্রিষ্টান ও তাদের জায়নবাদী ইহুদি মিত্ররা ফিলিস্তিনকে নিশানা করল। আর খ্রিষ্টান-অধ্যুষিত ইউরোপে ইহুদিদের ওপর যে বর্বর নির্যাতন হয়, সে জন্য মূল্য দিতে হলো ফিলিস্তিনিদের।

জায়নবাদীরা ১৯৪৮ সালে ফিলিস্তিনিদের বড় অংশকে বাস্তুচ্যুত করার পর ফিলিস্তিন ইস্যুকে আরব শরণার্থী ইস্যু বলে গণ্য করা হলো। জাতিসংঘের বিভিন্ন প্রস্তাবেও এভাবেই চিত্রায়ণ করা হয় তাদের। এরপর সবাই তাদের ভুলে গেল এবং ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে ছুড়ে দিল। পরের দশকগুলোয় ফিলিস্তিনিদের প্রতি পশ্চিমাদের মনোভাব বদলে যেতে থাকে। যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপ যে চোখে ফিলিস্তিনিদের দেখত, তার পরিবর্তনও হয়।

ইসরায়েলি উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতাকামী ফিলিস্তিনিদের গেরিলা আন্দোলন, ১৯৮২ সালে লেবাননে ইসরায়েলের দখলদারি এবং গণখুন, ১৯৮৭-৯৩ মেয়াদে ফিলিস্তিনিদের আন্দোলন গড়ে তোলা, ইন্তিফাদা ইত্যাদি ফিলিস্তিনিদের প্রতি পশ্চিমাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে বদল আনে। ১৯৬৮ থেকে ১৯৮১ সাল পর্যন্ত ফিলিস্তিনি গেরিলাদের উপনিবেশবিরোধী আন্দোলনে যারা পশ্চিমাদের নৈতিকতার মানদণ্ড পেরোতে পারেনি, তাদেরই তারা জঙ্গি, সন্ত্রাসী বলে আখ্যা দিয়েছে। এমনকি 'শান্তিপ্রিয়' ইসরায়েলে হামলার জন্য ফিলিস্তিনিদের 'পশু' বলতেও দ্বিধা করেনি। বলা বাহুল্য, যারা এই মনোভাব পোষণ করে, তারা পশ্চিমা উপনিবেশবাদের ধারক ও বাহক—তাদেরই বর্ধিতাংশ।

কিন্তু ১৯৮২ সালের সেপ্টেম্বরে সাবরা ও শাতিলায় গণখুন ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দেয় অনেকটাই। শিরশ্ছেদ করা ফিলিস্তিনি বেসামরিক নাগরিকদের ছবি মূলধারার ম্যাগাজিনগুলোয় ছাপা হয় সে সময়। ওই সময় পশ্চিমা রাজনৈতিক ভাষ্যকারেরা ফিলিস্তিনিদের বিষয়ে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি বদলান। আগে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সমালোচনামূলক ও শত্রুভাবাপন্ন। সেখান থেকে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি সমালোচনামূলক ও বন্ধুত্বপূর্ণ।

শত্রুতা ও বন্ধুত্বপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির বিভিন্ন মাত্রা অবশ্য সব সময়ই ছিল। কিন্তু তাঁদের চিন্তাভাবনার যে ভিত্তি, তা ছিল অভিন্ন। যেমন জর্জ উইল। তিনি শত্রুভাবাপন্ন রক্ষণশীল মার্কিন রাজনৈতিক ভাষ্যকার। তিনি ফিলিস্তিনিদের রাষ্ট্র ও স্বাধিকারের দাবির সঙ্গে একমত নন এবং ইসরায়েলে স্বার্থসংশ্লিষ্ট যেকোনো কিছুতেই জোরালো সমর্থন দিয়ে থাকেন। এরপরও গণখুনের পর উইল ফিলিস্তিনিদের প্রতি সহানুভূতিশীল কিছু শব্দ ব্যবহার করেছেন। তিনি বলেছেন, বৈরুতে গণখুনের পর মধ্যপ্রাচ্যকেন্দ্রিক নৈতিক পাঠ বদলে গেছে। সাধারণ মানুষ আরেক দফা নির্যাতনের মুখে পড়েছেন। ফিলিস্তিনিদের প্রথম আন্দোলন ছিল প্রধানত নিরস্ত্র। এই আন্দোলনে পশ্চিমারা কোন পক্ষ নেবে, তা নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ছিল। উপনিবেশবাদীদের বিরুদ্ধে খালি হাতে যুদ্ধরত ফিলিস্তিনিদের প্রতি তাদের অনেকেই সহানুভূতি দেখিয়েছিল। কিন্তু যখনই তা ইসরায়েলি উপনিবেশবাদী সৈন্যদের জন্য বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে, তখনই তারা নিন্দা জানাতে পিছপা হয়নি।

অনেক ফিলিস্তিনি ও আরবদের কাছে পশ্চিমাদের এই সহানুভূতিশীল মনোভাব প্রেরণাদায়ী। উদার ফিলিস্তিনি বুদ্ধিজীবী, ব্যবসায়ী ও অভিজাত রাজনৈতিক নেতারা মনে করেন, তাদের এই মনোভাব ফিলিস্তিনিদের যুদ্ধকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে। কিন্তু তাঁরা পশ্চিমাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নন। পশ্চিমাদের নৈতিকতার উৎস ফিলিস্তিনিরা নয়, বরং ইউরোপীয় ইহুদিরা। তাদের সঙ্গে ফিলিস্তিনিদের সম্পর্কের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয় তারা সহানুভূতি পাবে, নাকি নিন্দা। পশ্চিমে ইউরোপীয় ইহুদিরা আসলে ফিলিস্তিনিদের প্রতি পশ্চিমাদের মনোভাব কী হবে, তা নিয়ন্ত্রণ করে। আর ফিলিস্তিনিদের প্রতি তাদের মনোভাব নির্ভর করে আরব বিশ্ব, বিশেষ করে ফিলিস্তিনিরা তাদের কী চোখে দেখছে, তার ওপর।

পশ্চিমে ইউরোপীয় ইহুদি বলতে বোঝানো হয় নাৎসিদের নির্যাতন থেকে বেঁচে ফেরা শরণার্থী, হলোকাস্টের শিকার, ইউরোপে হলোকস্ট-পরবর্তী নির্যাতনের শিকার, নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার যুদ্ধফেরত, কিংবা আরবের প্রতি ব্রিটিশদের প্রতিশ্রুতির শিকার হিসেবে। আর ফিলিস্তিনিরা ইউরোপীয় ইহুদিদের বিচার করে থাকে তাদের অভিজ্ঞতার আলোকে। ফিলিস্তিনিদের কাছে ইউরোপীয়রা শরণার্থী নয়। বরং তারা দখলদার, যাদের একমাত্র কাজ ছিল জায়নবাদীদের ঔপনিবেশিকতার আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবে রূপ দেওয়া। আর এই আকাঙ্ক্ষার জন্ম হিটলার ক্ষমতায় আসার পর। ইসরায়েলের প্রতি পশ্চিমা সমর্থনের কারণ শুধু বেসামরিক মানুষের মর্মান্তিক মৃত্যু নয়, বরং ইহুদি বেসামরিক জনগণের মৃত্যু। হাজার হাজার ফিলিস্তিনি বা আরব, যাদের ইচ্ছে করে ইসরায়েলিরা হত্যা করছে, তাদের জন্য পশ্চিমাদের অনুভূতি কখনো এক হয় না।

মিডল ইস্ট আই থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে সংক্ষেপে অনুবাদ

জোসেফ মাসাদ যুক্তরাষ্ট্রের কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আরব রাজনীতি ও ইতিহাস বিভাগের শিক্ষক

আপন কণ্ঠ

রাজনৈতিক হিংসায় এত সংখ্যালঘু মৃত্যু কেন?

বগটুই

জয়নগর

ছোট আঙারিয়া

'দৈনিক আপনজন' পত্রিকার সম্পাদক জনাব জাইদুল হক তাঁর কলমে বুধবার লিখেছেন, 'রাজনৈতিক হিংসায় ক্রমাগত সংখ্যালঘু মৃত্যু' তাঁর সঙ্গে সহমত পোষণ করে আমি আরও দু'একটি কথা সংযোজন করতে চাই। প্রথমত, স্বাধীনতোত্তর আমাদের রাজ্যে বড় ধরনের সাম্প্রদায়িক ঘটনা ঘটেনি একথা যেমন সত্য, আবার একথাও সত্য যে, অনেকেই মনে মনে সাম্প্রদায়িকতার বিষ পোষণ করেন। তার একাধিক প্রমাণ আমি ব্যক্তিগতভাবে পেয়েছি। না হলে আমাকে প্রথম দিনেই কলেজে কেউ বলতে পারতেন না যে, আমডাঙ্গা (যেহেতু আমডাঙায় আমার বাড়ি) গরুর মাংস বিক্রির জন্য বিখ্যাত। আবার এ কথাও সত্য যে বহু অমুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ সম্প্রদায় ভেদে আমাকে আপন করে নিয়েছেন, তার পরিচয়ও পেয়েছি, বিশেষত আমার ছাত্র-ছাত্রীরা। তাদের প্রতি আমার অকুণ্ঠ শুভেচ্ছা।

দ্বিতীয়ত, রাজনৈতিক হানাহানিতে যাঁরা মারে এবং যাঁরা মরে তাঁদের বেশিরভাগই মুসলিম তথা পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর মানুষ, একথা সত্য। ফলে বিচারালয়ে এবং হাসপাতালে আসামি এবং রোগীর সংখ্যা বেশিরভাগই মুসলিম তথা পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর মানুষ। বিচারব্যবস্থায় এবং চিকিৎসাশাস্ত্রে আমাদের প্রতিবেশী সমাজের বহু মানুষ প্রতিষ্ঠিত। তাঁদের প্রতি আমার কোনো বিদ্বেষ নেই। তাঁরা সচেতন। প্রয়োজনীয় পড়াশোনা করেছেন। ফলে তাঁরা প্রতিষ্ঠিত। তাঁদের অভিনন্দন প্রাপ্য।

মুসলমান তথা অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী মানুষ এখনও যথেষ্ট সচেতন নন। পড়াশোনা করেন না। বেশিরভাগই ছোটবেলা থেকেই যে কোন রোজগারের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে। আর পড়াশোনা করে প্রতিষ্ঠিত হলেও খুব তাড়াতাড়ি নিজের গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে আসেন। ফলে শহর কলকাতায় থেকে বড় বড় সভা-সমিতিতে যোগদান করে জ্ঞানগর্ভ ভাষণে লিপ্ত হন। স্বাভাবিকভাবে গ্রামের মানুষ, তাঁদের কাছ থেকে যা প্রত্যাশা ছিল তা পূরণ না হওয়ায় এই শ্রেণীর স্বার্থান্বেষী মুসলমানদের পছন্দ করেন না। তাঁরা অনেক বেশি শ্রদ্ধার চোখে দেখেন গ্রামের মৌলবি- আলেমাদের।

এখানেই এই মৌলবি এবং আলেমদেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। আর যাঁরা গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে আসেন তাঁদেরও নিজের শিকড়ের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলতে হবে। তা'হলেই গ্রামে তাঁদের গ্রহণযোগ্যতা বাড়বে। ফলে তাঁদের কথা গ্রামের সাধারণ মানুষ শুনবেন। তাহলেই বোধহয় মৃত্যু কিছুটা হ'লেও রোধ করা সম্ভব হবে।

তৃতীয়ত, যে সমস্ত মুসলিম ও অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর মানুষ রাজনৈতিকভাবে কিছুটা হলেও ক্ষমতা প্রাপ্ত হন, তাঁরা যদি উদ্যোগ নেন তাহলেও এই ধরনের মৃত্যু হ্রাস পেতে পারে। তাঁদের প্রতিও আমাদের অনেক প্রত্যাশা।

শেখ কামাল উদ্দীন

অধ্যক্ষ, হিঙ্গলগঞ্জ মহাবিদ্যালয়

হামাস ও ইসরায়েলকে কাছে রাখার এরদোগানের বিপজ্জনক কৌশল

অসগার অসকান

তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ান ৪ নভেম্বর ইসরায়েল থেকে তার রাষ্ট্রদূতকে ফিরিয়ে নেন। যদিও এক মাসেরও কম সময় আগে তিনি মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতি শান্ত করতে কূটনৈতিক সহযোগিতা দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন।

কূটনৈতিক এই অবস্থান বদলের ঘটনা এই ইঙ্গিত দেয় যে, ইসরায়েল ও গাজায় সহিংসতা বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যে তুরস্কের অবস্থান কীভাবে বদলে গেছে।

৭ অক্টোবর ইসরায়েলের ভূখণ্ডে ঢুকে হামাসের হামলা ও ইসরায়েলিদের হত্যার পর খুব সতর্কভাবে ভারসাম্যমূলক বিবৃতি দিয়েছিলেন এরদোয়ান। সেখানে তিনি দুই পক্ষকে সংযম প্রদর্শন ও আগ্রাসী কর্মকাণ্ড না করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। কিন্তু ইসরায়েলি হামলায় গাজায় নিহত মানুষের সংখ্যা বাড়তে থাকায় এরদোয়ান দ্রুত হামাসের পক্ষে এবং ইসরায়েল বিরুদ্ধে অবস্থান নেন। ২৫ অক্টোবর এক বিবৃতিতে এরদোয়ান ইসরায়েলকে দায়ী করে বলেন, 'এটি ইতিহাসের অন্যতম রক্তাক্ত ও সবচেয়ে বর্বরতম হামলা।' হামাসকে তিনি 'স্বাধীনতাপন্থী গোষ্ঠী' বলেন।

তুরস্কের রাজনীতি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ হিসেবে আমি মনে করি, এরদোয়ান ঝাঁজালো বক্তব্য দিলেও জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিসরে তাঁর সামনে যে বাধা আছে, সেটিকে মূল্যায়নে নেননি। মধ্যপ্রাচ্য সংকটে সাড়া দেওয়ার ক্ষেত্রে এরদোয়ান বড় ধন্দে আছেন। দেশের ভেতরে তার রাজনৈতিক শক্তির যে উৎস, সেই দলগুলোকে তুষ্ট রাখতে হবে। এর বড় অংশটি ইসলামপন্থী এবং ফিলিস্তিনিদের প্রতি জোর সহানুভূতিশীল। আবার ইসরায়েলের সঙ্গে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হওয়াও এরদোয়ানের পক্ষে সম্ভব নয়। কেননা, ইসরায়েলের সঙ্গে তুরস্কের গুরুত্বপূর্ণ ভূরাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক রয়েছে। সেই সম্পর্ক সাম্প্রতিককালে আরও উষ্ণ হচ্ছে। এ ছাড়া এরদোয়ান মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতিতে একজন প্রধান খেলোয়াড় ও প্রভাবশালী মধ্যস্থতাকারী হিসেবে নিজেকে দাঁড় করাতে চান। প্রশ্ন হচ্ছে, সবকিছু একসঙ্গে কীভাবে করবেন এরদোয়ান?

রাজনীতি বনাম বাস্তববাদী রাজনীতি

হামাস-ফিলিস্তিন সংঘাতে এরদোয়ানের যে অবস্থান, সেটিকে তুরস্কের দেশজ রাজনীতি ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাস্তববাদী রাজনীতি—এই দুইয়ের মাঝে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা। গাজায় এবারের সহিংসতা শুরুর পর তুরস্কের জনসাধারণের বিভিন্ন অংশের চাপে পড়েছেন এরদোয়ান। তাঁর প্রথম বিবৃতি তুরস্কের ইসলামপন্থীদের মাঝে ব্যাপক ক্ষোভের জন্ম দেয়। হামাসের প্রতি ইসলামপন্থী দলগুলো দীর্ঘদিন ধরেই সহানুভূতিশীল এবং হামাসের শীর্ষ নেতাদের অনেকের নিরাপদ আশ্রয় তুরস্ক। তুরস্কের সাবেক প্রধানমন্ত্রী আদমেত দাভুতোগলু (এরদোয়ান অধীনে তিনি পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন) ফিলিস্তিন ইস্যুতে

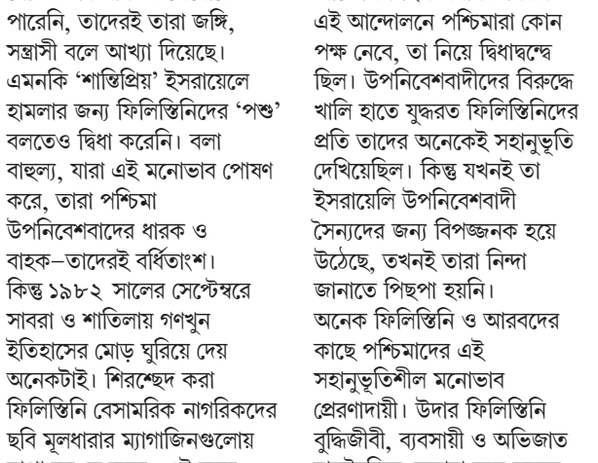

এরদোগানের দ্বিধা ও সংশয়ের নিন্দা জানান। অন্যান্য ইসলামি দলও এরদোয়ান সরকারের প্রতি ইসরায়েলবিরোধী শক্ত অবস্থান নেওয়ার আহ্বান জানান। এর মধ্যে এরদোয়ান সরকারের জোটসঙ্গী ন্যাশনালিস্ট পার্টিও রয়েছে। একটি বিষয় হলো, বিশ্বজুড়ে ইসরায়েলবিরোধী মনোভাব বাড়ায় এরদোয়ান খোলাখুলিভাবে হামাসবিরোধী অবস্থান নিতে সাহসী হয়ে উঠেছেন। ২৬ অক্টোবর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে 'তাৎক্ষণিক, স্থিতিশীল ও টেকসই মানবিক বিরতির' প্রস্তাবে ভোট অনুষ্ঠিত হয়। পশ্চিমা দেশগুলোর রাজধানীগুলোতেও বড় বড় বিক্ষোভ হচ্ছে। বিক্ষোভকারীরা তাদের সরকারগুলোকে ইসরায়েলের প্রতি সমর্থন যাতে কমিয়ে দেয়, সেই দাবি করছেন। এরদোয়ান এ ব্যাপারেও সচেতন যে সমালোচনার মাত্রা ছাড়ালে তেল আবিবের সঙ্গে তুরস্কের সম্পর্ক ঝুঁকিতে পড়বে। তুরস্কের খুব গুরুত্বপূর্ণ মিত্র ইসরায়েল। দুই দেশই তাদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক বাড়াচ্ছে। ২০১৭ থেকে ২০২২ পর্যন্ত ইসরায়েলে তুরস্কের রপ্তানি বেড়ে দ্বিগুণ হয়েছে। আঞ্চলিক ভূরাজনীতিতে যে গতিপথ বদল হচ্ছে, সে কারণে ইসরায়েল ও তুরস্কের মধ্যে সম্পর্ক নিবিড় হওয়ার শর্ত তৈরি হচ্ছে। সম্প্রতি আজারবাইজান-নাগার্নো কারবাখ সংঘাতের সময় আঙ্কারা ও তেল আবিবের সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হয়। দুই দেশই আজারবাইজান সরকারকে পৃষ্ঠপোষকতা করে ও অস্ত্র দেয়।

এরদোয়ান কি শান্তি স্থাপক হতে পারবেন

প্রথম থেকেই হামাস-ইসরায়েল সংঘাতে এরদোয়ান একজন মধ্যস্থতাকারী হিসেবে নিজেকে দেখতে চাইছেন। আঞ্চলিক নেতাদের সঙ্গে আলোচনাকালে তিনি শান্তি স্থাপনে মধ্যস্থতা করার আগ্রহ দেখিয়েছেন। এর মধ্যে হামাসের কাছ থেকে জিম্মিদের মুক্ত করার জন্য আলাপ-আলোচনা করার চেষ্টা করতে দেখা গেছে তুরস্কের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের।

ইউক্রেনের ক্ষেত্রেও একই কৌশল নিয়েছেন এরদোয়ান। রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাতে শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এরদোয়ান প্রভাবশালী মধ্যস্থতাকারী হতে চান। কিন্তু শান্তি স্থাপকের ভূমিকায় সফল হতে গেলে হামাস-ইসরায়েল দুই পক্ষের সঙ্গেই শক্তিশালী সম্পর্ক লাগবে এরদোয়ানের। তুরস্কের দিক থেকে মধ্যস্থতা করার প্রাথমিক প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে হামাস। এরদোয়ান যদি হামাসকে প্রলুব্ধ করতে ইসরায়েলের প্রতি কড়া বাক্যবর্ষণ করে যান, তাহলে সবকিছু তার হাত থেকে দূরে সরে যেতে পারে। কিন্তু কথার বাইরেও নেপথ্যেও অনেক কিছু ঘটে। ইসরায়েলকে বাব্যবাণে বিদ্ধ করলেও এরদোয়ান তুরস্কের সঙ্গে পশ্চিমা বিশ্বের সম্পর্ক যাতে পুরোপুরি তিক্ত না হয়, তা ঠেকানোর চেষ্টা করে যাচ্ছেন। ২৩ অক্টোবর ন্যাটোতে সুইডেনের যুক্ত হওয়ার প্রটোকলে স্বাক্ষর করেন এরদোয়ান। এর মধ্য দিয়ে তুরস্ক ও ন্যাটোর মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা অচলাবস্থা অবসানের আশা তৈরি হয়েছে। একই দিন তুরস্কের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী আঙ্কারা থেকে আইএসআইএসের ৩৩ জনকে গ্রেপ্তার করে। তুরস্কের গণমাধ্যমে খবর বেরিয়েছে যে হামাসের নেতারা তুরস্ক ছেড়েছে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে, আজারবাইজান থেকে তুরস্ক হয়ে ইসরায়েলে যে জ্বালানি তেল যায়, সেটির সরবরাহ বন্ধ করেনি তুরস্ক। জনমতের চাপ থাকার পরও তুরস্কে স্থাপিত বিমানঘাঁটি যুক্তরাষ্ট্রকে ব্যবহার করতে দিচ্ছে। ৫ নভেম্বর তুরস্কের পুলিশ বিমানঘাঁটির বাইরে একটি জমায়েতও ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছে। এরদোয়ান দৃশ্যত তুরস্কের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি ও ভূরাজনীতি—এই দুই বাস্তবতার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রেখে চলছেন। কিন্তু তার সাম্প্রতিক বিবৃতি বলছে, তিনি সরু দড়ির ওপর দিয়ে টলমলে পায়ে হাঁটছেন।

অজগার অসকান যুক্তরাষ্ট্রের টাফটস বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিজিটিং স্কলার

এশিয়া টাইমস থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্তাকারে অনূদিত

প্রথম নজর

অবিলম্বে নেতানিয়াহুর পদত্যাগ দাবি বিরোধী নেতার

আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েলের বিরোধী দলীয় নেতা ইয়ার লাপিড প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুকে অবিলম্বে পদত্যাগের আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি মনে করেন, ইসরায়েল-ফিলিস্তিন সংঘাত শেষ হওয়ার জন্য অপেক্ষা না করে নেতানিয়াহুর উচিত দ্রুত পদত্যাগ করা। গত বুধবার ইসরায়েলি টিভি চ্যানেল এন১২ 'কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে লাপিড বলেন, অবিলম্বে নেতানিয়াহুর বিদায় নেয়া উচিত। আমাদের পরিবর্তন প্রয়োজন।
ইসরায়েলি বিরোধী নেতা আরো বলেন, জনগণের আস্থা হারিয়ে ফেলেছেন এমন প্রধানমন্ত্রীর অধীনে কোনো দীর্ঘ অভিযান চলতে পারে না। গত ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে আচমকা হামলা চালায় ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ গোষ্ঠী হামাস। এর চারদিন পরে নেতানিয়াহু ও আরেক বিরোধী নেতা বেনি গান্টজ যুদ্ধকালীন 'জরুরি সরকার' গঠনের বিষয়ে সমঝোতার ঘোষণা দেন। লাপিড সেই সময়ে বলেছিলেন, তিনি এই সরকারে যোগ দেবেন না। হামাসের আক্রমণ প্রতিরোধ করতে না পারা ইসরায়েলি শাসকদের 'অমার্জনীয় ব্যর্থতা' বলে অভিযোগ করেন তিনি। তবে বুধবারের আগপর্যন্ত নেতানিয়াহুর পদত্যাগ দাবি করেননি এ নেতা।
গত বছর নেতানিয়াহু ক্ষমতায় ফেরার আগে ইসরায়েলের জোট সরকারের নেতৃত্বে ছিলেন ইয়াইর লাপিড।

ইসরায়েলি দূতাবাস বন্ধ করে দেওয়ার পরিকল্পনা দক্ষিণ আফ্রিকার

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনে গণহত্যা ও নজিরবিহীনভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘনের জেরে ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্নের পথে হাঁটছে দক্ষিণ আফ্রিকা। এর ধারাবাহিকতায় ইসরায়েলের দূতাবাস বন্ধ করে দিতে দেশটির সংসদে একটি বিল উত্থাপন করবে বিরোধী দল ইকোনোমিক ফ্রিডম ফাইটার্স (ইএফএফ)। বৃহস্পতিবার (১৬ নভেম্বর) দেশটির সংসদে বিতর্কের পর বিলটি পাস করানোর মাধ্যমে গাজায় যুদ্ধবিরতি ঘোষণা না করা পর্যন্ত ইসরায়েলের সঙ্গে সব ধরনের কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করবে দক্ষিণ আফ্রিকা।
এদিকে, দক্ষিণ আফ্রিকা গাজায় ইসরায়েল কর্তৃক সংঘটিত যুদ্ধাপরাধের তদন্তের জন্য আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে একটি মামলা দায়ের করেছে। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট সিরিল রামাফোসার এক বক্তব্যের সূত্রে আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম এপি এ তথ্য জানায়। রামাফোসা বলেন, দক্ষিণ আফ্রিকা বিশ্বাস করে ইসরায়েল গাজায় যুদ্ধাপরাধ ও গণহত্যা চালাচ্ছে। যেখানে হাজার হাজার ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে এবং হাসপাতাল ও সাধারণ জনসাধারণের ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে।
দক্ষিণ আফ্রিকার শীর্ষ কূটনীতিক নেলেদি পান্ডোর সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরাকে বলেন, 'এ ধরনের ভয়াবহতা এবং বিপর্যয়ে আমরা আতঙ্কিত। গাজায় ইসরায়েলি বর্বরতা শুরু হওয়ার পরই এর বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। দেশটি প্রথম থেকেই গাজার সাধারণ ফিলিস্তিনিদের ওপর হামলা বন্ধের আহ্বান জানিয়ে আসছে।
ফিলিস্তিনিদের ওপর বহু বছর ধরে চলে আসা গণহত্যা ও নিপীড়ণের প্রতিশোধ নিতে গত ৭ অক্টোবর ইসরায়েলের সীমান্ত ভেঙ্গে সেখানে প্রবেশ করে হামাসের যোদ্ধারা। সেই অভিযানে দুই শতাধিক মানুষকে লোক নিহত হয়। একই সঙ্গে আরো ২৪০ জনের বেশি মানুষকে ধরে নিয়ে গিয়ে গাজায় জিম্মি করে হামাস। হামাসের এই হামলার প্রতিশোধে ইসরায়েলের চলমান নজিরবিহীন হামলায় গাজা উপত্যকায় সাড়ে ১১ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনির প্রাণহানি ঘটেছে।

গাজায় মসজিদে ইসরায়েলের হামলা, নিহত কমপক্ষে ৫০

আপনজন ডেস্ক: অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকার একটি মসজিদে ইসরায়েলের হামলায় ৫০ জন নিহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে ফিলিস্তিনের রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যম ওয়াফা। সংবাদমাধ্যমটি জানিয়েছে, অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকার মধ্যাঞ্চলে আল-সাবরাহ এলাকার একটি মসজিদে বিমান হামলা চালিয়েছে ইসরায়েলি বাহিনী। হামলায় আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন।
এছাড়া দক্ষিণ গাজার খান ইউনিস এলাকায় একটি টেলিকমিউনিকেশন টাওয়ারে হামলার ঘটনা ঘটেছে। এতে এক শিশুর প্রাণ গেছে। চলমান সংঘাতের সূত্রপাত গত ৭ অক্টোবর। ওই দিন ইসরায়েলি ভূখণ্ডে হামলা চালায় ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস। এর

পরপরই গাজায় পাল্টা হামলা শুরু করে ইসরায়েলি বাহিনী।
গাজা উপত্যকায় এক মাসের বেশি সময় ধরে নির্বিচার হামলা চালানো হচ্ছে। হামলায় ১১ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনির প্রাণ গেছে। এর বেশির ভাগই নারী ও শিশু। অবরুদ্ধ গাজায় দেখা দিয়েছে চরম মানবিক সংকট। পাশাপাশি চলছে একের পর এক হামলা। ইসরায়েলি বোমার আঘাত থেকে বিদ্যালয়, হাসপাতাল, অ্যাম্বুলেন্স, শরণার্থীশিবির কিছুই বাদ যাচ্ছে না।

গাজার সমর্থনে ইস্তাম্বুলে ফার্স্ট লেডিদের শীর্ষ সম্মেলন

আপনজন ডেস্ক: গাজাবাসীর পক্ষে সমর্থন গড়তে তুরস্কে বিশ্বের ফার্স্ট লেডিদের শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। তুরস্কের ফার্স্ট লেডি এমিনি এরদোয়ানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত 'ওয়ান হার্ট ফর প্যালেস্টাইন' শীর্ষক এ সম্মেলনে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে অংশ নেন ফার্স্ট লেডি ড. রেবেকা সুলতানাসহ সাত সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল। এ ছাড়া আরো অংশ নেন মিশর, কাতার, আমিরাত, মালয়েশিয়া, পাকিস্তান, লিবিয়া, উজবেকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান, স্কটল্যান্ড, কঙ্গো, বসনিয়াসহ মুসলিম দেশগুলোর ফার্স্ট লেডিদের নেতৃত্বে প্রতিনিধি দল। তা ছাড়া আজারবাইজান, ব্রাজিল ও ভেনিজুয়েলার ফার্স্ট লেডিরা ভিডি বার্তার মাধ্যমে এ সম্মেলনে অংশ নেন। ইসরায়েল হামলা বন্ধসহ গাজার পক্ষে সারাবিশ্বের ফার্স্ট লেডিদের আওয়াজ তোলার আহ্বান জানিয়ে তুরস্কের ফার্স্ট লেডি এমিনি এরদোয়ান বলেন, 'এই অঞ্চলের মাটি ইতিমধ্যে নরকে পরিণত হয়েছে। এই ভূখণ্ড শিশুদের নেক্রোপলিস বা গণকবরে পরিণত হয়েছে। একানে কোনো প্রতিশ্রুত ভবিষ্যত বাস্তবায়ন হওয়া কখনই সম্ভব নয়।' তিনি চলমান যুদ্ধের ৪০ দিনকে 'লজ্জাজনক যুগ' বলে অভিহিত করেন। এমিনি এরদোয়ান বলেন, 'আমরা কখনো এমন অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগের কাছে আত্মসমর্পণ করব না। এখানে সবার জীবনের মধ্যে বৈষম্য করা হয়। যাদের অপছন্দ হয় তাদের অবমূল্যায়ন করা হয়। তাই আমি রাষ্ট্রপ্রধানদের স্ত্রীদের আহ্বান জানাব যেন তারা গাজায় নিহতদের জন্য আওয়াজ তুলেন এবং যাদের বিরুদ্ধে গণহত্যা চালানো হচ্ছে তাদের জন্য কথা বলেন।'
এদিকে বাংলাদেশের ফার্স্ট লেডি ড. রেবেকা সুলতানা বলেন, 'এই মুহূর্তে গাজায় রক্তপাত বন্ধ করা ছাড়া আমাদের আর কোনো লক্ষ্য নেই। আমরা এই মানবিক বিপর্যয়ের অবিলম্বে অবসানের লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ। এই অভিযান অবশ্যই গাজা এবং তাদের মাতৃভূমি থেকে ফিলিস্তিনিদের নিশ্চিহ্ন করার অপচেষ্টার অংশ। ফিলিস্তিনে চলমান নৃশংসতা এবং মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের জন্য ইসরাইলকে জবাবদিহি করার জন্য এখন আমাদের আওয়াজ তোলার উপযুক্ত সময় এসেছে। এই সহিংসতা ও সশস্ত্র সঙ্ঘাতের অবসান ঘটাতে আমাদের সমন্বিত প্রচেষ্টা চালাতে হবে। তবে আমাদের ফিলিস্তিনিদের একটি স্বাধীন ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রের ন্যায্য দাবির প্রতি মনোযোগ হারানো উচিত নয়।'
কাতারের ফার্স্ট লেডি শায়খা মুজা বিনতে নাসির বলেন, 'বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার তথ্যমতে, গাজায় প্রতি ১০ মিনিটে একটি শিশু মারা যাচ্ছে। এর মানে হলো, আমার বক্তব্য শেষ হলেই একটি শিশু তার জীবন হারাবে এবং আমাদের এই সেশন শেষ হতেই প্রায় ১৮টি শিশু তাদের জীবন হারাবে। এই মুহূর্তে সেখানকার বিবাদমান দুই পক্ষের মধ্যে -যাদের এক পক্ষ নির্মাণ করছে এবং অন্য পক্ষ তা ধ্বংস করছে- যারা নির্মাণ করছে তাদের সঙ্গে দাঁড়ানো ছাড়া কোনো উপায় নেই। আমরা এডুকেশন অবভ অল ফাউন্ডেশন (ইএএ)-এর মাধ্যমে গাজায় শিক্ষা সহায়তা অব্যাহত রাখব। আমরা গাজার জনগণের জন্য যা করছি তা মোটেও সেখানকার প্রয়োজন পূরণ করছে না। ইতিহাসের এই শোচনীয় এই মুহূর্তে গাজার জনগণ উন্মাহর মর্যাদার প্রতিনিধিত্ব করে।'

যুদ্ধ শুরুর পর গাজায় বেড়েছে আরবদের আর্থিক সহায়তা কার্যক্রম

আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েলের সঙ্গে হামাসের যুদ্ধ শুরুর পর ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় সৌদি আরব, আমিরাতসহ আরব দেশগুলো সহায়তা কার্যক্রম আগের চেয়ে বহুগুণ বাড়িয়েছে। অন্য দিকে ইসরায়েলের হামলার সমালোচনা করায় পূর্বঘোষণা ছাড়াই পশ্চিমা দেশ ও দাতা সংস্থাগুলো গাজা ও পূর্ব তীরে আর্থিক সহায়তা কার্যক্রম স্থগিত করেছে। হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (এইচআরডাব্লিও)-এর তথ্যমতে অস্ট্রিয়া, ডেনমার্ক, জার্মানি, সুইডেনসহ বেশ কিছু দেশ ফিলিস্তিনে সহায়তা ও মানবাধিকার নিয়ে কাজ করা প্রতিষ্ঠানগুলোকে আর্থিক সহায়তা দেওয়া স্থগিত করেছে। প্রায় ১৩৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার পরিমাণ সহায়তা বন্ধ হওয়ায় এখন জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা, ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষের সরকারসহ বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলো এখন তীব্র আর্থিক সংকটে পড়ছে।
নভেম্বর মাস শুরুর পর থেকে সৌদি আরব গাজাবাসীর জন্য জাতীয় উদ্যোগে জরুরি তহবিল সংগ্রহ শুরু করে এখন পর্যন্ত ১৩১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সংগ্রহ করেছে। গত ছয় দিনে খাদ্য, আশ্রয়ণ সামগ্রীসহ ছয়টি ত্রাণবাহী বিমান পাঠিয়েছে দেশটি। তা রিয়াদের কিং খালিদ বিমানবন্দর থেকে মিসরের আল-আরিশ বিমানবন্দর পৌঁছে। সেখান থেকে রাফাহ ক্রসিং হয়ে ত্রাণসামগ্রী গাজার বাস্তুচ্যুত মানুষের জন্য পাঠানো হয়।
তা ছাড়া জাতিসংঘ পরিচালিত ফিলিস্তিনি শরণার্থীদের ত্রাণ সংস্থাকে (ইউএনআরডাব্লিওএ) জরুরি সহায়তার অংশ হিসেবে ১৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অনুদান দিয়েছে সৌদি আরব। এই অনুদান দিয়ে উদ্বাস্তুদের মধ্যে খাদ্য, আশ্রয়, অখাদ্য আইটেম, ওষুধ, পানি ও স্যানিটেশন সরবরাহ করা হবে। মূলত সৌদি আরবের বাদশাহ সালমান ও যুবরাজ মোহাম্মদের নির্দেশনায় কিং সালমান হিউম্যানিটারিয়ান এইড অ্যান্ড রিলিফ সেন্টারের তত্ত্বাবধানে এসব সহায়তা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।
এদিকে ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক রাখা আরব আমিরাতও গুরুত্বপূর্ণ সহায়তা বাড়িয়েছে। উপসাগরীয় দেশটি এখন পর্যন্ত ৬৪টি ত্রাণবাহী বিমান পাঠিয়েছে। তা ছাড়া গাজা উপত্যকায় প্রয়োজনীয় চিকিৎসাসেবা দিতে ১৫০ শয্যার একটি ফিল্ড হাসপাতাল নির্মাণে কাজ করছে দেশটি। এতে সার্জারি, অর্থোপেডিক্স, শিশুরোগ, গাইনিকোলজি, অ্যানেসথেসিয়াসহ নিবিড় পরিচর্যা ইউনিট থাকবে। এরই মধ্যে প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম বহনকারী ছয়টি বিমান পাঠিয়েছে তারা। যখন গাজার নাসর, শিফা, কুদসসহ বড় বড় হাসপাতাল খালি করে বোমাবর্ষণ করা হচ্ছে, তখন স্বাস্থ্যসেবার একমাত্র কেন্দ্র হিসেবে এ ধরনের ছোট হাসপাতালের গুরুত্ব রয়েছে।
আমিরাতের প্রেসিডেন্ট শেখ মোহাম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ানের নির্দেশনায় দেশটি মানবিক উদ্যোগ 'গ্যালান্ট নাইট থ্রি' এর অংশ হিসেবে সার্বক্ষণিক কূটনৈতিক কার্যক্রমের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতে কাজ করছে।
গত ১১ নভেম্বর সৌদি আরবের রিয়াদে অর্গানাইজেশন অব ইসলামিক কো-অপারেশন (ওআইসি) ও আরব লীগের জরুরি ইসলামী শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে গাজায় অবিলম্বে যুদ্ধ বন্ধের আহ্বান জানানোর পাশাপাশি মুসলিম দেশগুলোকে ফিলিস্তিনিদের সহায়তায় এগিয়ে আসতে বলা হয়। যদিও নৃশংস যুদ্ধ এবং নারী ও শিশুদের হত্যাকাণ্ড বন্ধে সম্মেলনটি প্রত্যক্ষভাবে বড় ভূমিকা রাখেনি, তবে এর পর থেকেই ব্যাপকভাবে আরব দেশগুলোর সহায়তা কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

একতরফা নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার প্রতিবাদে নির্বাচন কমিশনকে 'লাল কার্ড' দেখিয়ে মিছিল করেছে আমার বাংলাদেশ পার্টি।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

জার্মানিতে রেল চালকদের ২০ ঘণ্টার ধর্মঘট চলছে

আপনজন ডেস্ক: জার্মানিতে স্থানীয় সময় বুধবার রাত ১০টা থেকে ট্রেন চালকদের ধর্মঘট শুরু হয়েছে। চলবে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত।
কর্মীদের মাসিক বেতন ৫৫৫ ইউরো বা প্রায় ৬৭ হাজার বাংলাদেশি টাকা বাড়ানোর দাবিতে এই ধর্মঘট ডেকেছে ট্রেন চালকদের সংগঠন জিডিএল। মূল্যস্ফীতির কারণে প্রাপ্ত এককালীন তিন হাজার ইউরো বা তিন লাখ ৬১ হাজার টাকার বাইরে এই দাবি করেছেন তারা। এছাড়া বেতন না কমিয়ে সাপ্তাহিক কাজের সময় ৩৮ থেকে কমিয়ে ৩৫ ঘণ্টা করারও দাবি জানিয়েছে জিডিএল। জার্মানির ট্রেন সংস্থা ডয়চে বান বা ডিবি বেতন ১১ শতাংশ বাড়ানোর প্রস্তাব দিয়েছে। চলতি সপ্তাহের শুরুতে ডিবি ও জিডিএল-এর মধ্যে আলোচনা হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ধর্মঘট প্রত্যাহার না করায় আলোচনা বাতিল করে দেয় ডিবি।

ইসরায়েলি হামলায় গাজায় নিহত ছাড়াল সাড়ে ১১ হাজার

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা ভূখণ্ডে ইসরায়েলি বর্বর হামলায় নিহতের সংখ্যা সাড়ে ১১ হাজার ছাড়িয়ে গেছে। নিহত এসব ফিলিস্তিনিদের মধ্যে ৪ হাজার ৭০০ জনেরও বেশি শিশু। এছাড়া নিহতদের মধ্যে নারীর সংখ্যাও তিন হাজারের বেশি। গাজার সরকারি মিডিয়া অফিস বুধবার জানিয়েছে, গত ৭ অক্টোবর থেকে গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলি বিমান হামলায় নিহতের সংখ্যা বেড়ে ১১ হাজার ৫০০ জনে পৌঁছেছে। নিহতদের নিহতদের মধ্যে ৪ হাজার ৭১০ শিশু এবং ৩ হাজার ১৬০ জন নারী রয়েছেন। এছাড়া ইসরায়েলি হামলায় নিহত চিকিৎসা কর্মীদের সংখ্যা ২০০ ছুঁয়েছে বলেও গাজার এই অফিস টেলিগ্রামে দেওয়া ওই বিবৃতিতে বলেছে। তারা আরো বলেছে, হামলায় ২২ জন বেসামরিক প্রতিরক্ষা কর্মী এবং ৫১ জন সাংবাদিকও নিহত হয়েছেন।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.২৭মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৪.৫৮ মি.

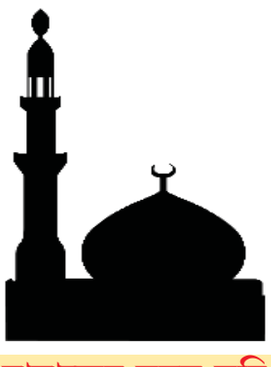

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.২৭	৫.৫১
যোহর	১১.২৬	
আসর	৩.১৭	
মাগরিব	৪.৫৭	
এশা	৬.১০	
তাহাজ্জুদ	১০.৪২	

চিনে কয়লা খনির অফিসে অগ্নিকাণ্ড, নিহত ২৫

আপনজন ডেস্ক: চিনের একটি কয়লা খনির অফিসে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ২৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। এতে আহত হয়েছে আরো ৫১ জন। স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার সকাল ৬টা ৫০ মিনিটে দেশটির শানজি প্রদেশে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।
চীনের রাষ্ট্রায়ত্ত সংবাদমাধ্যম সিসিটিভির এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ভবনটি থেকে সব মিলিয়ে ৬৩ জনকে সরিয়ে নেয়া হয়েছে। যাদের মধ্যে অন্তত ৫১ জনকে লুলিয়াং ফার্স্ট পিপল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে চিকিৎসার জন্য। ভবনটির উদ্ধার কাজ চলছে। তবে অগ্নিকাণ্ডের কারণ এখনো জানা যায়নি।
জানা গেছে, ভবনটি ইয়ংজু নামে একটি কয়লা খনির মালিকানা প্রতিষ্ঠানের।
চীনে শিল্প এলাকায় এমন দুর্ঘটনা খুব একটা বিরল নয়, বরং খুবই নিয়মিত ঘটনা। এসব দুর্ঘটনার মূল কারণ দুর্বল অবকাঠামো ও শিথিল আইন প্রয়োগ।

হিজবুল্লাহ ও ইসরায়েলের গোলাগুলি অব্যাহত

আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েলি বাহিনী দক্ষিণ লেবাননের বেশ কয়েকটি শহরে গোলাবর্ষণ করছে বলে দেশটির রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা জানিয়েছে। শেষ এক ঘন্টায় ইসরায়েলি আর্টিলারি গুলি ওদাইশেহ, বালাত, লাবুনেহ, মারওয়াহিন এবং সেরদা শহর এবং নাকুরার আশেপাশের শহরগুলিতেও আঘাত হানে। এতে হতাহতের কোনো খবর পাওয়া যায়নি।

মিয়ানমারে বিদ্রোহীদের কাছে ২৮ পুলিশ, ১০ সেনার আত্মসমর্পণ

আপনজন ডেস্ক: মিয়ানমারে বিদ্রোহী গোষ্ঠী আরাকান আর্মির (এএ) কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন অন্তত ১০ সেনা ও ২৮ পুলিশ সদস্য। মঙ্গলবার দেশটির পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রদেশ রাখাইনে সংক্ষিপ্ত এক যুদ্ধ শেষে সশস্ত্র সরকারবিরোধী এই রাজনৈতিক গোষ্ঠীর কাছে তারা আত্মসমর্পণ করে। মিয়ানমারে ক্ষমতাসীন জান্তার মুখপাত্র জাও মিন তুন অবশ্য সেদিনই এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্যকে 'প্রোপাগান্ডা' বলে উড়িয়ে দেন। তিনি বলেন, তারা পুরো দেশকে ধ্বংস করে দিতে চাইছে এবং এ কারণেই এসব প্রোপাগান্ডা ছড়াচ্ছে। তবে এ ঘটনার পরের দিন বুধবার রাখাইনের রাজধানী সিটওয়েতে কারফিউ জারি করেছে জান্তা। সিটওয়ের বিভিন্ন সড়কে ট্যাংক চলাচল করেছে বলে জানিয়েছে প্রশাসন। আরাকান আর্মি বহু বছর ধরে রাখাইনের আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসনের জন্য যুদ্ধ করছে আরাকান আর্মি। মিয়ানমারের জান্তাবিরোধী জোট ন্যাশনাল ইউনিটি গভর্নমেন্টের (নাগ) অন্যতম সদস্য এই গোষ্ঠীটি। অক্টোবরের শেষ সপ্তাহ থেকে মিয়ানমারের বিভিন্ন প্রদেশে সেনা ও পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে লড়াই শুরু হয়েছে নাগের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন সশস্ত্র গোষ্ঠীর। এসব গোষ্ঠীর মধ্যে আরাকান আর্মিও রয়েছে।

ভরসা একমাত্র আল্লাহ্
সেহারাবাজার রহমানিয়া আল-আমীন মিশন (বালক)
মদিনাবাগ, সেহারাবাজার, পূর্ব বর্ধমান
পঞ্চম হইতে দ্বাদশ কলা ও বিজ্ঞান, মধ্যশিক্ষা পর্ষদ অনুমোদিত ও জিডি সার্কেলভুক্ত

আলহাজ্ব মোস্তাক হোসেন সাহেব

আলহাজ্ব নুরুল হক সাহেব

মূল অনুপ্রেরক :-
পিছিয়ে পড়া সমাজের নয়ন-মনি দানবীর, বাংলার গৌরব আলহাজ্ব মোস্তাক হোসেন সাহেব ও তাঁর মস্তিষ্ক প্রসূত মুসলিম সমাজের গর্ব আলহাজ্ব নুরুল হক (আই.এ.এস) সাহেবের সুযোগ্য নেতৃত্বে সোনার মনিটরিং কমিটি।
অফিসঃ 6294233308/ 7478196702 / 9475244994

--: মনের কথা :-
আপনার ভালোবাসার সন্তান ও আত্মীয়কে যদি প্রকৃতই ইসলামী ভাবধারায় উচ্চশিক্ষিত, দায়িত্বশীল নাগরিক ও দু' জাহানেরই গর্বের সন্তান তৈরি করতে চান, তবে অবশ্যই আমার মিশন পরিবারে দিতে অনুরোধ জানাই।
আমাদের বৈশিষ্ট্য :- ৪০ বৎসরের উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সভাপতি ও প্রকৃত মানব ও সমাজদরদী আদর্শ শিক্ষক দ্বীনের অতন্দ্র প্রহরী আমার সম্পাদক - এই দুই সদাহাস্যময় ব্যক্তিত্বের প্রত্যহ নজরদারিতে এবং প্রকৃতই ভালোমানের ও ভালো মনের একঝাঁক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রবীণ ও নবীন শিক্ষকদের নজরদারিতে আবির্ভাবেই এ প্রতিষ্ঠান সাড়া জাগিয়েছে। শুধু গণিত, ইংরেজি নয়— সর্ব বিষয়ে নজরদারি। কুরআন শেখা, তালিম, হাদীস ও শরিয়তের অনুশীলন, নামাজ— ঐচ্ছিক নয়, অবিশ্যিক। প্রতি ৩০ জনে ১ জন আরবি শিক্ষক (বর্তমানে ১২ জন— সারা দেশে একমাত্র আমরা), ছোট ছোট গ্রুপ কোচিং। প্রতি শনিবার বাদ ফজর সকল ছাত্রকে সামনে নিয়ে নৈতিক চরিত্র গঠনে ৪৫ মিঃ হৃদয়গ্রাহী বক্তব্য রাখেন সম্পাদক সাহেব। অ্যাডমিশন ফিজ ও সীট চার্জ একবার, সেশন চার্জ বছরে ১ বার, খাওয়া পড়ায় মাসে ১ বার এর বাইরে এক পয়সাও নয়। -
স্বপ্ন নয়, গল্প নয়- বিজ্ঞাপনের চমক- ও নয়। ৬০ শতাংশের বেশি ছাত্র দরিদ্র পরিবারের ও নামমাত্র খরচায় পড়াশুনা করা তৃতীয় ও দ্বিতীয় বিভাগের নিম্ন ও কিছু মধ্য মেধার ছাত্র নিয়ে এ অভাবনীয় ফল। মিশনের ভালো মানের ও ভালো মনের শিক্ষকমণ্ডলীর নিরলস মেহনতেরই প্রামাণ্য দলিল। মিশন সাম্রাজ্যের এই প্রতিষ্ঠানই একমাত্র প্রতিষ্ঠান যা ভারতবর্ষের বাইরে আন্তর্জাতিক স্তরে খেলাধূলাতেও (মালয়েশিয়া ও ভুটানে) জাতীয় পতাকা হাতে দেশের প্রতিনিধিত্ব করেছেও কাপ জিতেছে।

ফর্ম পাওয়া যাচ্ছেঃ ২৫শে সেপ্টেম্বর ২০২৩ হইতে
মিশন অ্যাডমিশন টেস্টঃ ১২ই নভেম্বর, ২০২৩, রবিবার, বেলা ১২ টায়
ফলাফলঃ ১৯শে নভেম্বর, ২০২৩ (মিশন অফিসে)

ফর্ম পাওয়া যাবেঃ-
- সেহারাবাজার রহমানিয়া আল-আমীন মিশন – মদীনাবাগ, সেহারাবাজার, পূর্ব বর্ধমান, মোঃ ৬২৯৭৩০২০৬০, ৯৯৩৩৬৫৫৭৯৯
- মায়া আটাচাকী – রসিকপুর, বর্ধমান। ৯৪৩৪৪৭৩৭৪৪
- ওয়েবেল কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টার- কৃষ্ণগঞ্জ, হুগলী, আকতার আলী খান – ৯৯৩২০৬৬১২৯
- সোলাইমানী দাওয়া ও দোওয়া (মুফতি মোক্তার সাহেব) – রসুলপুর স্কুল রোড(চশমার দোকানের উপরে)
- খান সু হাউস – নতুনগ্রাম, ভিকুরডিহি, বাঁকুড়া। এনামুল হক খান, মোঃ- ৯৩৭৮৪৮৮৫৫৭
- সুপার মিল্ক স্টোর্স – মসজিদ মার্কেট, কাটোয়া। মহঃ মনোয়ার হোসেন – ৮৯১৮২৫৩১৯৫
- দীপ ওয়ার্ল্ড লিংক – সালার (পুরাতন বাসষ্ট্যান্ড) ,মুর্শিদাবাদ, মোঃ- ৯৭৯২৯৭২২২২/ ৭৭৯৭৫৮৮৪১৮

পরীক্ষাকেন্দ্রঃ-
- সেহারাবাজার রহমানিয়া আল-আমীন মিশন – মদীনাবাগ, সেহারাবাজার, পূর্ব বর্ধমান, মোঃ ৬২৯৭৩০২০৬০ ৯৯৩৩৬৫৫৭৯৯
- ইকরা মিশন – মোঃ ৬২৯৫১৯৪৫৩৬, কাঁটাগড়িয়া, লোহাপুর, বীরভূম
- সালার ইনফিনিট মিশন – সালার, রেলগেট, মুর্শিদাবাদ মোঃ ৯৭৩২৩০৩০৬৬/ ৭০৭৬৮৮৮৮৯৩
- আমিনা মিশন – কৃষ্ণপুর, চন্দ্রকোণা, পশ্চিম মেদিনীপুর মোঃ ৯৯৩৩৭৯০২৪৪/ ৯৯৩২০৬৬১২৯ (পারভেজ সরকার)

প্রথম নজর

পোকা ধরা চাল রেশনে দেওয়ার অভিযোগ

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: রেশনে পোকা যুক্ত চাল দেওয়ার অভিযোগ তুলে ধনরাজ গ্রাম এলাকায় বিক্ষোভে গ্রাহকদের।বৃহস্পতিবার এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ালো মালদার মানিকচক ব্লকের ধনরাজ গ্রাম এলাকায়।
প্রতিনিয়ত পোকাযুক্ত চাল দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ রেশন গ্রাহকদের।সাথে নিম্নমানের আটা দেওয়ার অভিযোগ ডিলারের বিরুদ্ধে।ঘটনায় ডিলারের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থার দাবি স্থানীয় গ্রাহকদের।
জানাগেছে ধনরাজ গ্রামের রেশন ডিলার ফুল মোহাম্মদ।
বৃহস্পতিবার গ্রামবাসীদের জন্য দুয়ারে রেশনের মাধ্যমে রেশন সামগ্রি প্রদান শুরু করতেই গ্রামবাসীরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন।
গ্রাহকদের অভিযোগ, অত্যন্ত নিম্নমানের রেশন সামগ্রি প্রদান করে ডিলার। পোকা যুক্ত চাল সকলকে দেয়া হচ্ছে। এই ধরনের চাল খেলে সকলে অসুস্থ হয়ে পড়বে বলে অভিযোগ গ্রাহকদের।ঘটনায় গ্রামবাসীরা বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন।

চানাচুর ভেবে কীটনাশক খেল চার শিশু

সারিউল ইসলাম ● লালবাগ

আপনজন: প্যাকেটে ছিলো ভুট্টার ছবি, ভুট্টা গাছে দেওয়া কীটনাশকের প্যাকেট রাখা ছিলো সানসেটে। ভুট্টার ছবি দেখে চানাচুর ভেবে সেই প্যাকেটের মধ্যে থাকা কীটনাশক খেলো চার শিশু। ঘটনাটি ঘটেছে লালগোলা থানার আইড়মারি বাথানপাড়া এলাকায়। বৃহস্পতিবার দুপুরে পরিবারের লোক বিষয়টি জানতে পারলে কানাপুকুর গ্রামীণ হাসপাতালে তাদের নিয়ে যায়। চিকিৎসকরা প্রাথমিক চিকিৎসার পর লালবাগ মহকুমা হাসপাতালে চার শিশুকে রেফার করেন। হাসপাতাল সূত্রে খবর, ওই চার শিশুর শারীরিক অবস্থা বর্তমানে স্থিতিশীল রয়েছে।
পরিবার সূত্রে খবর, মামার বাড়ি বেড়াতে এসে ওই চার শিশু এমন কাণ্ড ঘটিয়েছে।

পুরুলিয়ায় পুলিশি বাধার মুখে নওশাদ

জয়প্রকাশ কুইরি ● পুরুলিয়া

আপনজন: শিল্পতালুক গড়তে বাধা দেওয়ার অভিযোগে পুরুলিয়ার জয়পুর থানার আঘরপুর গ্রামে পুলিশ জনতা সংঘর্ষের ঘটনায় আহত হন দুই পক্ষের বেশ কয়েকজন। এই ঘটনায় পুলিশকে মারধর করার অভিযোগে তিন শিশু সহ ১৩ জন মহিলাকে গ্রেফতার করে পুলিশ। বর্তমানে তারা জেল হেফাজতে রয়েছেন।
বুধবার পুরুলিয়ার জয়পুর থানার সেই আঘরপুর গ্রামে যাওয়ার পথে পুলিশি বাধার মুখে পড়লেন আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী।
এ দিন দুপুর দেড়টা নাগাদ পুরুলিয়ার দিক থেকে সড়ক পথে ওই গ্রামে ঢোকার আগে চাষ রোড পার হয়ে আঘরপুর গ্রামে ঢোকার রাস্তায় বিশাল পুলিশ বাহিনী ব্যারিকেড করে তাঁকে আটকে দেয় পুলিশ। তাকে জানিয়ে দেওয়া হয় গ্রামে এখন ঢোকা যাবে না। তিনি গেলে ওই গ্রামের পরিস্থিতি খারাপ হতে পারে বলে পুলিশ তাকে জানিয়ে দেন। তাতে অবশ্য দমানো যায়নি তাকে সটান তিনি জানিয়ে দেন বিষয়টি তাকে লিখিত আকারে দিতে হবে। পুলিশ তাকে লিখিত আকারে না দেওয়ায় এদিন দুপুর আড়াইটা নাগাদ রাস্তার পাশে বসে পড়েন সিদ্দিকী। এবিষয়ে তিনি বলেন , এখানে ১৪৪ জারি নেই তবু আমাকে গ্রামে যেতে দেওয়া হচ্ছে না। অথচ কেন আমাকে যেতে দেওয়া হচ্ছে না সেটাও লিখিত আকারে দেওয়া হচ্ছে না। উপস্থিত ছিলেন পুরুলিয়া জেলা এসএফআই এর সম্পাদক সুব্রত মাহাতো ও অতীশ মাহাতো সহ অন্যান্যেরা।

জয়নগরের তৃণমূল নেতা খুনে সিপিএম নেতা গ্রেফতার

নকীব উদ্দিন গাজী ● জয়নগর

আপনজন: জয়নগরে তৃণমূল নেতা খুনের ৭২ ঘণ্টা পর এফআইআরে নাম থাকা সিপিএম নেতাকে গ্রেফতার করল পুলিশ।
সূত্রের খবর, সইফুদ্দিন লস্করকে খুনের ঘটনায় অভিযুক্ত সিপিএম নেতা আনিসুর লস্কর ফেরার ছিল। তার মোবাইল ফোনের টাওয়ার লোকেশন ট্র্যাক করেই পাকড়াও করা হয় বলে জানা গিয়েছে।
পুলিশ সূত্রে জানা যায়, আনিসুর লস্কর ছাড়াও আরো ৪ জনকে আটক করেছে বারুইপুর পুলিশ জেলার এসওজি টিমের পুলিশ। ধৃতদেরকে নিয়ে আসা হয়েছে বারুইপুর জেলা পুলিশ সুপারের দপ্তরের।
পুলিশ সূত্রে আরো জানা যায়,ধৃত আনিসুর লস্করের মোবাইল ফোনের টাওয়ার লোকেশন ট্র্যাপ করে রানাঘাট এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয়।স্থানীয় সূত্রের খবর, আনিসুর এলাকায় সিপিএম নেতা হিসেবে পরিচিত। তবে সিপিএমের দাবি, দলের কোনও পদে নেই তিনি। ভোটের রাজনীতিতেও কখনও নামেননি। সাধারণ কর্মী হিসেবেই দলের কাজ করেন।
বারুইপুর পূর্ব বিধানসভার অন্তর্গত বামনগাছি পঞ্চায়েত।
তৃণমূলের স্থানীয় এক নেতা জানান, গত পঞ্চায়েতে বামনগাছি এবং পাশের চালতাবেড়িয়া পঞ্চায়েত দখলে আনিসুরকে কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন সেই বড় নেতা। কিন্তু দু'টি পঞ্চায়েতে একটি আসনও মেলেনি সিপিএমের।
তৃণমূলের বিরুদ্ধে বুথ দখল করে জেতার অভিযোগ ওঠে। সেই থেকেই সইফুদ্দিনের সঙ্গে আনিসুরের তিক্ততা বাড়ে বলে দাবি স্থানীয়দের একাংশের।
পুলিশ সূত্রে খবর, রানাঘাট থেকে গ্রেফতার করা হয় আনিসুরকে।
তৃণমূল নেতা সইফুদ্দিন লস্করকে খুনের অভিযোগে এর নামই প্রধানত শোনা গিয়েছিল। বারুইপুর পুলিশ জেলার আধিকারিকরা জানিয়েছিলেন, অভিযুক্তদের খোঁজে গত কয়েকদিন ধরে নদিয়ার রানাঘাট, হরিণঘাটার মতো জায়গায় তল্লাশি চালানো হচ্ছিল। আজ সেখান থেকেই গ্রেফতার হয় আনিসুর লস্কর। আরও ৪ জনকে নদিয়ার রানাঘাট, হরিণঘাটা থেকে আটক করা হয়েছে। গত সোমবার ভোরে তৃণমূল নেতা সইফুদ্দিনকে গুলি করে খুন করা হয় বলে অভিযোগ। পরিবারের তরফে যে এফআইআর দায়ের করা হয়েছিল, তাতে মূলত এই সিপিএমের নেতার কথা বলা হয়। পুলিশ যখন তার খোঁজ শুরু করে, তখন ভয় পেয়ে পালিয়ে গিয়েছিল আনিসুর। তার পর থেকে আর বাড়ি ফেরেনি।
পুলিশের দাবি, আজ নদীয়া রানাঘাট থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।
অন্যদিকে, রাজ্যের শীর্ষ সিপিএম নেতারা জয়নগরের তৃণমূল নেতা হত্যায় তৃণমূলের গোষ্ঠী দ্বন্দ্বের দিকে আঙুল তুলেছেন। তাদের দাবি, তৃণমূল নেতা খুনে সিপিএমের কোনও ভুমিকা নেই।

নিখোঁজ মহিলা, সন্ধানের চেষ্টায় মরিয়া সংগঠন

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: নিখোঁজ মহিলার খোঁজ পেতে বালুরঘাট থানার শরণাপন্ন মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠন। জানা গিয়েছে, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট ব্লকের অযোধ্যা গ্রামের বাসিন্দা পূর্ণিমা লোহার। সপ্তাহ দু'য়েক আগে মালদা যাবার পথে তিনি নিখোঁজ হয়ে যান। তারপর থেকে তিনি আর বাড়িতে ফেরেননি। এবিষয়ে ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের জেলা সম্পাদিকা বাবলি বসাক জানান, 'অযোধ্যা গ্রামের গৃহবধূ পূর্ণিমা লোহার। মালদা যাবার সময় থেকে নিখোঁজ হয়ে যান ১২ দিন আগে। তারপর থেকে তার কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। গত ৬ তারিখে থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করা হয়। তার দুইদিন পরে মেয়েটি ফোন মারফত যোগাযোগ করবার চেষ্টা করে। সেই ফোন নাম্বারটিও থানায় জানানো হয়েছে। তবে তাকে ফিরিয়ে আনার কোন চেষ্টা নেয়া হচ্ছে না। এই বিষয়টি নিয়ে আজ আমরা বালুরঘাট থানার শরণাপন্ন হয়েছি। যদি এখান থেকে কোন সদুত্তর না মেলে, পরবর্তীতে জেলা পুলিশ সুপারের দ্বারস্থ হব।'

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

স্মার্ট মিটার লাগানোর প্রতিবাদ এবেকা-র

সুরজীৎ আদক ● উলুবেড়িয়া

আপনজন: স্মার্ট বা প্রিপেড মিটার লাগানোর প্রতিবাদে এবং অস্বাভাবিক হারে মিনিমাম চার্জ ও ফিক্সড চার্জ বৃদ্ধির প্রতিবাদে উলুবেড়িয়া মহকুমাশাসক অফিসের সামনে অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমারস এসোসিয়েশন এর পক্ষ থেকে দুপুর ১টা থেকে বিকাল ৫ টা পর্যন্ত বিদ্যুৎ গ্রাহকদের অবস্থান কর্মসূচি পালিত হয়। এদিনের এই কর্মসূচি-তে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিদ্যুৎ গ্রাহকেরা অবস্থানে উপস্থিত হন। "এবেকার" রাজ্য কমিটির সদস্য শংকর মালাকার মূল বক্তা হিসাবে অবস্থানে বক্তব্য রাখেন। তিনি এলাকায় এলাকায় বিদ্যুৎ গ্রাহক কমিটি গড়ে তোলার আহ্বান জানান।পরে সংগঠনের হাওড়া গ্রামীণ জেলার ইন-চার্জ সুখেন মন্ডলের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল মহকুমাশাসকের নিকট ডেপুটেশন দেন।

ভাসান শেষ, সাফাই হয়নি বিসর্জন ঘাট

সাদ্দাম হোসেন ● জলপাইগুড়ি

আপনজন: দুর্গাপূজার ভাসানের পরেও সাফাই হয়নি বিসর্জন ঘাট। নদী জুড়ে পড়ে রয়েছে প্রতিমার কাঠামো। সামনেই ছট পূজো সেই সাথে আজ থেকে প্রশাসনের নির্দেশে শুরু হচ্ছে কালীপূজার বিসর্জন। আর নদীঘাট অপরিষ্কার থাকায় সমস্যায় পড়েছেন উদ্যোক্তারা। এই অভিযোগ পেতেই তড়িঘড়ি নদীঘাট পরিদর্শন করলেন ধূপগুড়ি পুরসভার প্রশাসক বোর্ডের সদস্য ও অরুপ দে। ধূপগুড়ি পৌর কর্তৃপক্ষের পরিচর্যার অভাবে পড়ে রয়েছে প্রতিমার কাঠামো, ধূপগুড়ির ভাওয়াল পাড়া এক নম্বর ওয়ার্ডে বিসর্জন ঘাটের এমনই অবস্থা। বৃহস্পতিবার থেকে কালীপূজার প্রতিমা বিসর্জনের নির্দেশ দিয়েছে ধূপগুড়ি থানার পুলিশ, বিসর্জনের আগে চলছে সাফাইয়ের কাজ। এদিন ধূপগুড়ি পৌরসভার পৌর প্রশাসক বোর্ডের সদস্য অরূপ দে ঘাট পরিদর্শনে গিয়ে দেখেন বেশ কয়েকটি প্রতিমার অবশিষ্ট অংশ পরে রয়েছে, তিনি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে সেগুলোকে সাফাই করার উদ্যোগ নেন। ধূপগুড়ি পৌরসভার প্রশাসক বোর্ডের সদস্য অরূপ দে বলেন, আমাদের কাছে খবর ছিল শুক্রবার থেকে কালী প্রতিমার বিসর্জন শুরু হবে, কিন্তু আজকে হঠাৎই জানতে পারলাম আজকে থেকেই বিসর্জনের নির্দেশ দিয়েছে প্রশাসন। তার মধ্যে ভাওয়াল পাড়া বিসর্জন ঘাটের অবস্থা খুবই খারাপ। আমার কাছে খবর আসে। নদীর মধ্যে কাঠামো পড়ে রয়েছে, যাদের দায়িত্ব ছিলো তারা এগুলো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করেননি। তাই অভিযোগ পাওয়া মতেই আমি ছুটে আসি। নদী থেকে কাঠামোগুলি সরানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়। সেই সাথে যে সমস্ত নদী ঘাটে ছট পূজো হবে সেই ঘাট গুলো ঘুরে দেখি, এবং ঘাট তৈরির কাজ শুরু করা হয়েছে।

মাত্র নয় মাসে কুরআনে হাফেজ হল নয় বছরের শিশু জোরেজ

নাজিম আক্তার ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: বিস্ময়কর শিশু। মাত্র নয় মাসে পবিত্র কোরআন মুখস্থ করে কুরআনে হাফেজ হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করলনয় বছরের শিশু মহম্মদ জোরেজ। হরিশ্চন্দ্রপুর থানার তুলসীহাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের জামিউল উলুম সুকরিয়া তুলসীহাটা বাস স্ট্যান্ড মাদ্রাসা থেকে সে হাফেজ হয়েছে বলে জানান মাদ্রাসার শিক্ষকরা। জানা গিয়েছে,শিশু হাফেজ মহম্মদ জোরেজ এর বাড়ি বিহার রাজ্যের কাঁটিহার জেলার বালিয়াবেলুন থানার বাঘুয়া কালদাসপুর গ্রামে।জোরেজ এর এই সাফল্যে গর্বিত তার বাবা-মা থেকে শুরু করে শিক্ষকরা। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে,বাবা মহম্মদ নুর আলম পেশায় একজন দিনমজুর। মা আমেনা বিবি গৃহবধূ। চার ভাইয়ের মধ্যে জোরেজ তৃতীয়। মাদ্রাসার শিক্ষক হাফেজ ও কারি মহবুব আলম জানান, তিনি দীর্ঘ ২৯ বছর ধরে এই মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করে আসছেন। দেড় বছর আগে মহম্মদ জোরেজকে এই মাদ্রাসায় ভর্তি করানো হয়। তার হাফেজ হতে সময় লেগেছে মাত্র নয় মাস। শুরু থেকে এখনও পর্যন্ত এই মাদ্রাসায় অধ্যয়ন করছে সে। তিনি আরো জানান, বর্তমানে এই মাদ্রাসায় ১৫০ জন ছাত্র রয়েছে। এরমধ্যে ৭০-৭৫ জন ছাত্র মাদ্রাসার হোস্টেলে থেকে পড়াশোনা করছে। নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে আরো পাঁচজন ছেলে হাফেজ হবে। হাফেজ জোরেজ এর বাবা নুর আলম জানান, তার অভাবের সংসারে রয়েছে স্ত্রী সহ চার ছেলে ও চার মেয়ে। জোরেজ ছেলেদের মধ্যে তৃতীয়। বড় ছেলে পরিযায়ী শ্রমিক। জোরেজ মাত্র নয় মাসে কুরআনে হাফেজ হয়েছে। এতে খুশি পরিবার-আত্মীয়স্বজন ও শিক্ষকরা। মাদ্রাসা পরিচালন কমিটির সম্পাদক তৈয়ব আলি জানান,১৯৮০ সাল থেকে মাদ্রাসাটি চলে আসছে।১৯৯৬ সাল থেকে মাদ্রাসার শিক্ষক হাফেজ ও কারি মহম্মদ মহবুব আলম দেখাশোনা করে আসছেন। এই মাদ্রাসায় স্থানীয় শিশু সহ বিহার থেকেও শিশুরা পড়তে আসেন। মাদ্রাসায় হোস্টেল ব্যবস্থা রয়েছে। বিনামূল্যে শিশুদের শিক্ষাদান করা হয়ে থাকে। মাদ্রাসার পরিকাঠামো ও মান উন্নয়নের জন্য রাজ্য সরকারের কাছে আর্থিক সহযোগিতার আবেদন জানাবেন।

ডিওয়াইএফের ইনসাফ যাত্রায় ভিড় রাণীনগরে

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: নভেম্বর মাসের শুরুতে কোচবিহার থেকে শুরু হওয়ার পর ১৪তম দিনে রানিনগরে পৌঁছাল ডিওয়াইএফ - এর ইনসাফ যাত্রা । বৃহস্পতিবার বিকেলে মুর্শিদাবাদের রানিনগরের রামনগর ডি এন ক্লাব থেকে নবিপুর বাজার পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয় পদযাত্রা। এদিনের ইনসাফ পদযাত্রায় অংশ নেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহাম্মদ সেলিম , ডিওয়াইএফের রাজ্য সম্পাদিকা মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় , ধ্রুবজ্যোতি সাহা , জামির মোল্লা সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি উপেক্ষা করে বৃহস্পতিবার বিকেলে ইনসাফ পদযাত্রায় সিপিএমের কর্মী সমর্থকদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। পথযাত্রা শেষে নবিপুর বাজারে একটি সভা করা হয়, সভা শেষ করে আবার ইনসাফ যাত্রা শুরু করেন জলঙ্গির কাটাবাড়ি থেকে সাগরপাড়ার উদ্দেশ্যে।
শুক্রবার জুম্মা নামাজের পরে জলঙ্গি ব্লকের কালীগঞ্জ বাজার থেকে ভাদুড়ীয়া পাড়া বাজার পর্যন্ত ইনসাফ যাত্রা শেষে একটি পথসভা করা হবে বলে ব্লক নেতৃত্ব জানান।

'মানুষের সেবা করুন', বস্ত্র দান কর্মসূচিতে এসে আহ্বান খাদ্যমন্ত্রীর

এম মেহেদী সানি ● স্বরূপনগর

আপনজন: উত্তর ২৪ পরগনা জেলার স্বরূপনগরের মেদিয়া ৭-এর পল্লী সতীন সেন নগরের ১৫ তম বর্ষের শ্যামা পুজোর বিশেষ অনুষ্ঠান থেকে রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষের উপস্থিতিতে এলাকার সহস্রাধিক দরিদ্র মানুষের হাতে নতুন বস্ত্র তুলে দেওয়া হল । অনুষ্ঠানের প্রধান পৃষ্ঠপোষক স্বরুপনগর পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি নারায়ণ কর এবং তেঁতুল-মির্জাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সঙ্গীতা করের তত্ত্বাবধানে আয়োজিত ওই কর্মসূচিতে খাদ্য মন্ত্রীর পাশাপাশি বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার একাধিক প্রশাসনিক প্রধানরাও উপস্থিত ছিলেন।
আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে রাজনৈতিক লড়াইয়ে বিরোধীদের এক ইঞ্চিও জমি ছাড়তে নারাজ রাজ্যের ক্ষমতাসীন শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস। তারই প্রস্তুতি হিসাবে শ্যামা পুজোর আগে পর্যন্ত বিভিন্ন জায়গায় চলছে বিজয়া সম্মিলনী এবং এখন শ্যামা পূজা উপলক্ষ করে বিভিন্ন জনসংযোগ কর্মসূচি । আর এই সব অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে সংগঠনকে মজবুত করতে তৎপরতা শুরু করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। এরই অংশ হিসেবে বস্ত্র বিতরণ কর্মসূচিতে এসে রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ মনীষীদের উদ্ধৃতি এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিভিন্ন জনকল্যাণ মূলক মানবিক কর্মসূচির কথা তুলে ধরে অসহায় দরিদ্র মানুষের সেবা করার আহ্বান জানান। অন্যদিকে রাজ্যে দুর্নীতির অভিযোগে তৃণমূল কংগ্রেস নেতাদের ওপর কেন্দ্রীয় তদন্তকারী এজেন্সি ইডি,সিবিআই-এর অতি সক্রিয়তার আবহে তৃণমূল কংগ্রেসের বিভিন্ন জনসংযোগ মূলক কর্মসূচির খামতি নেই, এ বিষয়ে বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি ও বিধায়ক বিশ্বজিৎ দাসের কথায়, 'সারা বছরই আমরা মানুষের সাথে থাকি, মানুষের পাশে থাকি, মানুষের জন্য কাজ করি। পাশাপাশি সারা বছরই ইডি সিবিআই বাংলার মানুষকে ডিস্টার্ব করার জন্য পড়ে থাকে।' এদিন উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী ও বেডসের সদস্যা আনিসা বিনতে আবদুল্লাহ, তিনি তার গানের মধ্যে দিয়ে সম্প্রীতির বার্তা দেন। আয়োজক নারায়ণ কর বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় শ্যামা পুজোকে উপলক্ষ করে আমরা সহস্রাধিক মানুষের জন্য অন্য এবং বস্ত্রের ব্যবস্থা করেছি। এ দিন অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিধায়ক বীনা মন্ডল, গোবরডাঙ্গা পৌরসভার চেয়ারম্যান শংকর দত্ত, মধ্যমগ্রাম পৌরসভার চেয়ারম্যান নিমাই ঘোষ । উপস্থিত ছিলেন স্বরূপনগর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অনুসূয়া মণ্ডল, সহ সভাপতি নারায়ণ কর, তেপুল মির্জাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সঙ্গীতা কর, বুলি দত্ত প্রমুখ।

বন্ধ ঘর থেকে মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: বন্ধ ঘর থেকে মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য বাঁকুড়ার দোলতলায়। বন্ধ ঘর থেকে এক ব্যাক্তির মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল বাঁকুড়া শহরের দোলতলা বাগদীপাড়া এলাকায়। নিজের বাড়ির খাটের উপর মৃতদেহটি পড়েছিল। মৃতের নাম মন্টু গুঁই। আজ সকালে প্রতিবেশীরা পচা গন্ধ পেয়ে খোলা জানালা দিয়ে ঘরে তাকিয়ে দেখেন ওই প্রৌঢ় মৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছেন। এরপর স্থানীয়রা বাঁকুড়া সদর থানায় খবর দিলে পুলিশ দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজে পাঠায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে বাঁকুড়ার দোলতলা এলাকায় নিজের বাড়িতেই পরিবার নিয়ে থাকতেন পেশায় ব্যবসায়ী বছর ষাটেক বয়সের মন্টু গুই। লক্ষ্মী পুজোর সময় স্ত্রী ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা জয়পুর ব্লকের হেতিয়া গ্রামে আত্মীয় বাড়িতে যান। বাড়িতে একাই ছিলেন মন্টু গুই। আজ সকালে স্থানীয়রা দেখেন ঘর থেকে ব্যাপক পচা গন্ধ বেরোচ্ছে। গন্ধর উৎস খুঁজে স্থানীয়রা মন্টু গুই এর বাড়ির খোলা জানালা পথে ভেতরে তাকাতেই দেখেন মন্টু গুই মৃত অবস্থায় খাটে পড়ে রয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান দু এক দিন আগে ঘুমের মধ্যে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েই মৃত্যু হয়েছে ওই ব্যাক্তির। ঘটনার প্রকৃত কারন জানতে পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

বাবার মৃত্যুর বদলা নিতে ছেলেদের ছুরির কোপে মৃত্যু, অভিযুক্ত ধৃত

আজিম শেখ ● রামপুরহাট

আপনজন: প্রতিবেশীদের অপমানে বাবার মৃত্যু হয়েছে! অভিযোগ তুলে পাশের বাড়ির সদস্যদের কোপালেন মৃতের তিন ছেলে। পেটে ছুরি মেরে প্রৌঢ়ের নাড়িভুড়ি বের করে দেন অভিযুক্তরা। হাসপাতালেই মৃত্যু হয় তাঁর। মঙ্গলবার রাতে মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূমের মুরারইয়ের গ্রামে। মুরারই থানার রাজগ্রাম অঞ্চলের বড়ুয়া গোপালপুর গ্রামের বাসিন্দা আজহার শেখ। তাঁর তিন ছেলে মালেক, এমদাদুল ও সেরাজুল। অভিযোগ, তারা প্রায়দিনই মদ্যপান করে এসে বাড়িতে অশান্তি করতেন। মঙ্গলবার রাতেও একই ঘটনা ঘটেছিল। সেই সময় অশান্তি থামাতে ছুটে এসেছিলেন প্রতিবেশী মহিমা বিবি ও তাঁর মেয়ে আরজিনা বিবি। তারা এসে বোঝানোর চেষ্টা করেন। সেই সময় ঘর থেকে বেরিয়ে যান আজহার শেখ। ঘণ্টাখানেক পর বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে আজহারের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। তাতেই ক্ষেপে যান তাঁর তিন ছেলে। মালেক, এমদাদুল, সেরাজুলের অভিযোগ, প্রতিবেশীদের অপমানেই মৃত্যু হয়েছে তদের বাবার। 'বদলা' নিতে প্রতিবেশীদের উপর চড়াও হন তারা। ছুরি দিয়ে এলোপাথারি কোপ মারতে থাকে। যার জেরে মহিমা বিবির হাতে লাগে। ছুরির আঘাতে নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে গিয়েছিল দুলাল শেখের। হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়। গুরুতর জখম অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আরজিনা বিবি। অন্যদিকে এই ঘটনায় পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের হয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে মূল অভিযুক্ত মালেক সেখকে গতকাল রাত্রে গ্রেফতার করে মুরারই থানা পুলিশ । তাকে বৃহস্পতিবার রামপুরহাট মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়েছে। ঘটনায় শোকের ছায়া এলাকায় ।

প্রথম নজর

দিদিকে বাঁচাতে গিয়ে গুলিবিদ্ধ ভাই, মূল অভিযুক্ত বিজেপি নেতা গ্রেফতার

নকীব উদ্দিন গাজী ● ডা. হারবার

আপনজন: দিদির কাছে ভাইফোঁটা নিতে গিয়ে নিজের জীবন দিয়ে দিদির জীবন বাঁচালো ভাই। দীর্ঘদিন ধরে জমি সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে ঝামেলা চলছিল পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে। গতকাল ভাই ফোঁটার দিন মিঠুন সরদার (৩৪) দিদি পূর্ণিমা মন্ডলের বাড়িতে ভাইফোঁটার অনুষ্ঠানে যায়। ভাইফোঁটার অনুষ্ঠানের পর রাতে খাওয়া-দাওয়া করে বাড়ি চলে আসে মিঠুন । মিঠুনের বাড়ি উস্তি থানার অন্তর্গত সাতঘেরা এলাকায়। বুধবার রাতে জমি সংক্রান্ত বিবাদ কেন্দ্র করে জগন্নাথ মন্ডলের সঙ্গে জয়দেব মন্ডলের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে বচসা শুরু হয়। সেই সময় জগন্নাথ মন্ডলের স্ত্রী পূর্ণিমা মন্ডল তার ভাই মিঠুন সরদার কে তাদের বাড়িতে ডাকে। তড়িঘড়ি দিদির কাছ থেকে খবর পেয়ে দিদির বাড়িতে ছুটে আসে মিঠুন সরদার ।এরপর পরিবারের মধ্যে ঝামেলা চরম আকার ধারণ করে। ঝামেলার মধ্যে জয়দেব মন্ডল এর ছেলে পরেশ মন্ডল (শুভঙ্কর) বাড়ি থেকে একটি বন্দুক দিয়ে ছুটে আসে এবং জগন্নাথের স্ত্রী পূর্ণিমা মন্ডলকে পর পর দুটো গুলি চালায় সেই সময় নিজের দিদিকে বাঁচানোর জন্য দিদির সামনে এগিয়ে আসে মিঠুন। সেইগুলি মিঠুনের বুকে এসে লাগে। এরপর তড়িঘড়ি পরিবারের সদস্যরা তড়িঘড়ি আহত মিঠুনকে নিয়ে আসছে ডায়মন্ড হারবার হসপাতলে। চিকিৎসার চলাকালীন হাসপাতালে মৃত্যু হয় মিঠুনের।এরপর মূল অভিযুক্ত পরেশ মন্ডল (শুভঙ্কর) এলাকা থেকে গা ঢাকা দেয়। এই ঘটনার খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ডায়মন্ড হারবার থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। এই ঘটনায় চারজনকে আটক করেছে ডায়মন্ডহারবার থানার পুলিশ। মূল অভিযুক্ত পরেশ মন্ডল (শুভঙ্কর) এলাকা থেকে ততক্ষণে গা ঢাকা দিয়েছিল। এরপর ডায়মন্ড হারবারের এসডিপিও মিথুন কুমার দের নেতৃত্বে একটি স্পেশাল দল গঠন করা হয়। এরপর মেলে সাফল্য। অভিযুক্ত পরেশ মণ্ডল কে গোপন আস্তানা থেকে গ্রেফতার করে ডায়মন্ড হারবার থানার পুলিশ। অভিযুক্তির বিরুদ্ধে খুনের মামলা রুজু করেছে ডায়মন্ডহারবার থানার পুলিশ। স্থানীয় ও পরিবার সূত্রে জানা যায়, গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে পঞ্চায়েতে বিজেপির হয়ে তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন গ্রাম সভাতে অভিযুক্ত এই বিজেপির নেতার পরেশ মন্ডলের কাছে কিভাবে আগ্নেয়স্ত্র এল ,কে দিয়েছিল আগ্নেয়াস্ত্র কবে নিয়ে এসেছিল তা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

আদিবাসী শিশুদের বস্ত্র বিতরণ মানবতা-র

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বাঁকুড়া

আপনজন: শিশু দিবস উদযাপন করল দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলার সমাজসেবামূলক সংস্থা মানবতা ও বাঁকুড়ার জেলার সমাজসেবামূলক সংস্থা সোনামুখী যুব মঞ্চ যৌথ ভাবে বাঁকুড়া জেলার সোনামূখী চৌধুরী পাড়ায়। এদিন ওই এলাকার শতাধিক আদিবাসী শিশুদের মধ্যে শিশু দিবস কে লক্ষ্য রেখে নতুন বস্ত্র বিতরণ কর্মসূচী সম্পন্ন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সোনামুখী যুব মঞ্চের সম্পাদক দিব্যেন্দু দত্ত সহ সৌম্য, অমল,বাপ্পা,সুদীপ নামক সদস্য বৃন্দ। এছাড়া ছিলে প্রবীন সমাজকর্মী তপন ঘোষ।এই অনুষ্ঠান সফলতার ক্ষেত্রে স্থানীয় মানুষের সহযোগিতা ছিল যথেষ্টই। তার মধ্যে অন্যতম সহদেব বাগদি, রানা বাগদি, মহাদেব বাগদি। মানবতার সম্পাদক জুলফিকার আলি পিয়াদা জানান সুদূর বাঁকুড়াতে আমরা পৌঁছাতে পেরেছি ওই এলাকার সমাজকর্মী স্বপন সু এর হাত ধরে। যার জন্য মানবতা ও সোনামুখী যুব মঞ্চের মধ্যে যৌথ ভাবে এই অনুষ্ঠান সম্ভব হলো।

তিনি আরও জানান আগামীতে মানবতা এইসব আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় জনকল্যানমূলক কাজ চালিয়ে যেতে বিশেষ ভাবে আগ্রহী।

কবিতা শরীফ-এর উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিবেদক ● তমলুক

আপনজন: পূর্ব মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত কসবা পটাশপুরে মির্জা আবুল বেগ সাহেবের বাড়ীর ওয়াজ মহফিল বা ইসলামী জলসা তে পত্রিকা প্রকাশ অনুষ্ঠান করা হল। ফতেহা ইয়াজ দাহাম (হজরত আব্দুল ক্বাদির জিলানী (রহ.) এর ওফাত দিবস)কে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠানে 'কবিতা শরীফ' পত্রিকার মোড়ক উন্মোচন হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে "কবিতা শরীফ " পত্রিকার সম্পাদক ওয়াহেদ মির্জা। সম্পাদক ওয়াহেদ মির্জা বলেন , ওয়াজ মহফিলের একটা বড় অংশ সাহিত্য চর্চা হয়ে থাকে। ইসলামী ওয়াজ মহফিল নিয়ে গবেষণা করলে অনেক মাওলানা ,মুফতি ,হাফেজ ,মাদ্রাসার বাচ্চাদের সৃষ্ট নাত ,হামদ কে লিপিবদ্ধ করলে বিশাল সাহিত্য সমাজ তৈরি হবে। পত্রিকা প্রকাশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মাওলানা মির্জা এহসান আলি ক্বাদরী ,মাওলানা সানাউল্লাহ রেজভী ,হাফেজ আনোয়ার সাহেব নাতে বুলবুল সেখ আলতাফ ভাই।

গাড়িতে ঘুরে মাদ্রাসার চাঁদা আদায় 'ভণ্ড'দের, ক্ষুব্ধ উলামারা

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: গাড়ি নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় চিল চিৎকার করে ,সুর করে গজল কেরাত পড়ে মা-বোনেদের কাছে মাদ্রাসা মসজিদের জন্য সাহায্য ভিক্ষা করছে এক শ্রেণীর ভন্ড মানুষ। বহুদিন চুপ থাকলেও বর্তমানে বাংলার বিখ্যাত আলেম-ওলামারা এই নিয়ে যথেষ্ট ক্ষোভ ব্যক্ত করেছেন। বলছেন এতে অমুসলিমদের কাছে আমরা যথেষ্ট পরিমাণে ছোট হয়ে যাচ্ছি। যারা কালেকশন করছেন কোথা থেকে আসছেন তারা কিভাবে কালেকশন করছেন কতটা মাদ্রাসায় জমা দিচ্ছেন এ বিষয়ে কোনো তথ্য কারো কাছে নেই। বিভিন্ন জায়গা থেকে এসে হোটেলে ভাড়া করে থেকে কালেকশন করছেন । বাংলার বর্তমান বিখ্যাত বক্তা মাওলানা ইয়াসিন। তিনি তার বক্তব্যে বলেছেন যে এই শ্রেণীর লোকেদেরকে আপনারা প্রয়োজনে বেঁধে রাখুন। এরা বেশিরভাগ টাকা নিজেদের পকেটস্ত করছে । বিদগ্ধ আলেম মাওলানা নুর আলম সাহেব, হাজী মাওলানা আশরাফ আলি এমনকি জমিয়ত উলামায়ে হিন্দ এর পূর্ব বর্ধমান জেলা সম্পাদক মাওলানা ইমতিয়াজ সাহেব এর বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছেন। মসজিদের পাশে মুসলিম মহল্লায় গিয়ে এমনকি নামাজের সময় তারা চিল চিৎকার করে কালেকশন করছেন ।এই শ্রেণীর আদয়কারিরা নামাজের কোন ধার ধারছেন না।

পশ্চিমবঙ্গের রাবেতায় মাদারিস বলে একটি সংগঠন আছে যারা এইসব দেখভাল করেন তারা একেবারে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের মত হয়ে আছেন। তারা দেখেও দেখেন না । মুসলিম সমাজ দিনের পর দিন ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন ।পশ্চিম বঙ্গের বিখ্যাত আলেম তথা জমিয়তে আইম্মা অল উলামা ইমাম সংগঠনের সভাপতি ইমদাদুল্লাহ কাসেমী এর বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছেন তিনি বলেছেন এরা মা-বোনেদের কাছ থেকে বিভিন্ন ভাবে অর্থ লুট করছেন । এর প্রতিবাদ হওয়া দরকার মাদ্রাসা মসজিদের না পৌঁছে এই টাকা ব্যক্তিগতভাবে কিছু অসাধু মানুষ লাভবান হচ্ছেন। যদিও দিন দিন আলেম -উলামারা বিভিন্ন জলসার ময়দানে বক্তৃতার মাধ্যমে এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ব্যক্ত করেছেন এবং সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এই গাড়ি করে কালেকশন বন্ধ করার বার্তা দিচ্ছেন।

নন্দীগ্রামে আইএএফ-এর জনসভায় তৃণমূল-বিজেপিকে কড়া সমালোচনা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● নন্দীগ্রাম

আপনজন: নন্দীগ্রাম বাস স্ট্যান্ডে বৃহস্পতিবার বিকালে এক জনসভায় ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্টের চেয়ারম্যান বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী বিজেপি'র তুমুল সমালোচনা করে বলেন, রাজনৈতিক ফায়দা নেওয়ার জন্য নন্দীগ্রামকে ব্যবহার করছে বিজেপি,। এখানকার নানা সমস্যার কথা তুলে ধরেন, স্থানীয় সাংসদের দিকে আঙুল তুলে বলেন নন্দীগ্রামকে এখনও কেন ভারতীয় রেল মানচিত্রে যুক্ত করা হল না। অপর দিকে তৃণমূল কংগ্রেসের দিকে আঙুল তুলে বলেন, বর্তমান সরকারের রাজত্বে নন্দীগ্রামের উন্নয়ন থমকে আছে,। অথচ নন্দীগ্রাম গণহত্যাকে অন্যতম ইস্যু করে ক্ষমতা দখল করেছিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দোপাধ্যায়। সেই গণহত্যা কারা চালিয়েছিল ও হত্যাকারীদের শাস্তি আজও হল না। তার জবাবদিহি তৃণমূল সুপ্রিমোকে দিতে হবে। নওশাদের অভিযোগ, রাজ্য সরকারও এবিষয়ে উদাসীন। তারা কেন্দ্রকে লিখিতভাবে দাবি জানাক। শাসক তৃণমূল ও বিজেপি কেউই এখানকার উন্নয়নের দিকে নজর দিচ্ছে না। নন্দীগ্রামের প্রায় ৫০ শতাংশ মানুষ দর্জি শিল্পের সঙ্গে যুক্ত,তাদের আর্থিক অবস্থা শোচনীয়,এখানকার রাস্তাঘাট, সেতু নির্মাণ এখনও হয়নি,স্বাস্থ্য পরিষেবা ব্যবস্থাও ভালো নেই। নামেই মাল্টি স্পেশালিটি হাসপাতাল আছে,কিন্তু নীল-সাদা রং লাগিয়ে যে উন্নয়ন হয় না, মন্তব্য করেন,তৃণমূল-বিজেপি'র বাইনারি রাজনীতির কড়া সমালোচনা করে,সিএএ-এনআরসি'র ভয় দেখিয়ে মমতা বন্দোপাধ্যায় ভোট আদায় করছেন, অথচ তিনিই সংসদে দাঁড়িয়ে এর পক্ষে সওয়াল করেছিলেন,এই দ্বিচারিতা নিন্দনীয়।

পাশাপাশি তিনি আইএসএফ কর্মীদের গণতান্ত্রিক ভাবে সৌজন্যের সাথে রাজনীতি করার কথা বলেন।

আইএসএফের রাজ্য সম্পাদক বিশ্বজিত মাইতি মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতির সমালোচনা করে বলেন নন্দীগ্রামে এখনও পর্যন্ত আইটিআই কলেজ স্থাপন হলো না,অবিলম্বে নন্দীগ্রামে আইটিআই কলেজ স্থাপনের দাবি জানান।সভায় উপস্থিত ছিলেন আইএসএফের পূর্ব মেদিনীপুর জেলা কমিটির কার্যকারি সভাপতি সেক আব্দুল বসির, নেতৃত্ব বিক্রম চ্যাটার্জি, হেমাবতি মান্ডি, রেহান শাহ, সিরাজুল ইসলাম সহ স্থানীয় ব্লক নেতৃত্ব শবে মিরাজ খান, কালু খান সহ অনেকেই।

রাস্তা বেহাল, গ্রামে অ্যাম্বুলেন্স না ঢোকায় চরম সমস্যায় অসুস্থরা

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: গ্রামে কোন অ্যাম্বুলেন্স ঢোকেনা কেউ অসুস্থ হলে তাকে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র নিয়ে যেতে চরম অসুবিধার মধ্যে পড়ে গ্রামবাসীরা এমনকি গর্ভবতী মহিলাদেরও প্রসব যন্ত্রণা হলে রাস্তা দিয়ে যেতেই অনেকের শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটে বাম আমলে তৈরি হয়েছিল রাস্তা কিন্তু আজকে বিগত কয়েক বছর ধরে এই রাস্তার বেহাল হয়ে পড়ে রয়েছে সংস্কার হয়নি, বিগত ১০ বছর ধরে পঞ্চায়েত বিজেপির দখলে যদিও বিজেপির প্রধানের অভিযোগ শাসকদল যেহেতু তৃণমূল কংগ্রেস এটি সেক্ষেত্রেই এলাকায় কোন উন্নয়ন হচ্ছে না রাস্তার কাজও সংস্কারের হচ্ছে না, বহুবার ব্লক প্রশাসন জেলা পরিষদ বলেও কাজ হয়নি গাজোল অন্যদিকে গাজোল পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পাল্টা দাবি ইতিমধ্যেই উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পরিষদের এই রাস্তা সংস্কারের জন্য আবেদন পাঠানো হয়েছে খুব শীঘ্রই এই কাজ করা হবে এলাকার বিজেপির বিধায়ক থেকে সাংসদদের দেখা যায় না। এমনই এক ছবি গাজোল ব্লকের দেওতলা থেকে চাকনগর যেতে ১৭ কিলোমিটার রাস্তার কার্যত বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে রাস্তায় বড় বড় গর্ত এমনকি পাথর দেখা যাচ্ছে।

গাজোল ব্লকের দেওতলা থেকে চাকনগর প্রায় ১৭ কিলোমিটার রাস্তা বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে চলাফেরার উপযুক্ত নয়। জীবনে ঝুঁকি নিয়ে রাস্তা দিয়ে চলাফেরা করতে হয় গ্রামবাসীদের। টোটো থেকে অটো , ম্যাজিক গাড়ি এই রাস্তা দিয়ে যেতে প্রায় বিপদের মুখে পড়ে। চাকনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের জাজিল পাড়া গ্রামবাসীরা জানাচ্ছেন বহু বছর ধরে এই রাস্তার সংস্কার হয় না এই অবস্থাতেই করে রয়েছে। স্কুলে বাচ্চাদেরকে পাঠানো যায় না। কেউ অসুস্থ হলে এমন কি গর্ভবতী মহিলাদেরকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না । অ্যাম্বুলেন্স গ্রামে ঢুকে না। আজকে রাজ্য সরকার যেখানে বলছে বাংলা নাকি এগিয়ে। সে ক্ষেত্রে আমাদের প্রশ্ন আমাদের এই গ্রামের রাস্তা দেখলে বাংলা এগিয়ে আছে কিনা সেটা বোঝা যাবে। আজকে আমরা বিজেপিকে সমর্থন করেছি বর্তমানে গ্রাম পঞ্চায়েত বিজেপির দখলে সেখানে শাসক দলের সঙ্গে বিজেপির লড়াই রয়েছে কিনা সেটা আমরা বুঝতে পারছি না কারণ রাস্তা তো হচ্ছে না। ভোটের সময় জনপ্রতিনিধি আসে ভোট নিয়ে যায় কিন্তু রাস্তার কথা বলতে গেলেই বলে হয়ে যাবে কিন্তু সেটা এখনো হচ্ছে না। চাকনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান দিপু ওরাও জানান আজকে জেলা পরিষদ থেকে পঞ্চায়েত সমিতির তৃণমূলের দখলে। এই রাস্তা দীর্ঘদিন ধরে বেহাল হয়ে পড়ে রয়েছে। আমরা পঞ্চায়েত থেকে বহুবার ব্লক প্রশাসন জেলা প্রশাসন জেলা পরিষদকে জানিয়েছি। কিন্তু তাতেও তাদের কোন ভূমিকা দেখতে পাচ্ছি না। যদিও প্রধানের এই অভিযোগটি সম্পূর্ণ ভিত্তি বলে দাবি করেছেন গাজোল পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মোজাম্মেল হোসেন তিনি জানান রাস্তার সমস্যা রয়েছে । ইতিমধ্যেই এই রাস্তা সংস্কারের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীকে জানিয়েছি, আশা করি খুব শীঘ্রই এই রাস্তার কাজ শুরু হবে।

পুলিশের উচ্চ পদস্থ অফিসারের পরিচয় দিয়ে চাকরির প্রতারণা

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: নিজেকে পুলিশের উচ্চ পদস্থ অফিসারের মিথ্যা পরিচয় দিয়ে পুলিশের চাকরি দেওয়ার নাম করে টাকা নেওয়া ও চাকরি না পেয়ে সেই টাকা ফেরত চাওয়ায় অভিযোগকারীর বাড়ী আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে ফেলার চেষ্টার অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করলো শান্তিপুর থানার পুলিশ। সূত্রের খবর, শান্তিপুর এলাকার বাসিন্দা এক ব্যক্তি পুলিশের চাকরী দেওয়ার নাম করে দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন লোকের কাছ থেকে টাকা তুলছিল।

অভিযোগ, টাকা দেওয়ার পরও চাকরি না মেলায় সন্দেহ হওয়ায় সোমবার ওই প্রতারক এর কাছে পাওনা টাকা ফেরত চায় প্রতারিতরা। অভিযোগ, টাকা চাইলে প্রতারক ওই ব্যক্তি প্রথমে হুমকি ও পরে প্রতারিতর বাড়ী রাতের অন্ধকারে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে ফেলার চেষ্টা করে। সেই ঘটনায় প্রতারক ওই ভুয়ো পুলিশ কর্মীর বিরুদ্ধে প্রতারিতরা শান্তিপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করলে ঘটনার তদন্ত শুরু করে পুলিশ। আর এর পরই অভিযুক্ত ব্যক্তিকে শান্তিপুর থেকেই গ্রেফতার করে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, এর আগেও নিজেকে পুলিশের মিথ্যে পরিচয় দিয়ে একাধিক মানুষের কাছ থেকে টাকা তোলার অভিযোগে ওই প্রতারককে গ্রেফতার করেছিল শান্তিপুর পুলিশ। যা আবার এক পুনাবৃত্তি ঘটল।

তৃণমূলের নতুন জেলা পদাধিকারদের সংবর্ধনা

সজিবুল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: বহরমপুর-মুর্শিদাবাদ জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের প্রয়াত সভাপতিদের প্রতি মাল্যদানে'র মধ্যদিয়ে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদনের পাশাপাশি নতুন জেলা তৃণমূল সভাপতি ও চেয়ারম্যান কে সংবর্ধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হলো জেলা তৃণমূল কার্যালয়ে। এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন সাংসদ আবু তাহের খান, জেলা সভাপতি অপূর্ব সরকার ডেভিড, চেয়ারম্যান রবিউল আলম চৌধুরী, জলঙ্গি বিধায়ক আব্দুর রাজ্জাক, অন্যান্য বিধায়ক, বহরমপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান নাড়ুগোপাল সহ শাখা সংগঠনের জেলা ও ব্লক সভাপতিরা। এদিন সাংসদ আবু তাহের খান বলেন সমস্ত রাগ ভুলে গিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারটা কে শক্ত মজবুত করতে হবে সকলের কাছে বিশেষ আবেদন করেন,তিনি আরও বলেন দল যেভাবে নতুন মুখ নিয়ে এসেছে তাতে করে সংগঠন আরও স্বচ্ছ হবে। একি ভাবে নব জেলা সভাপতি বলেন আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যা ও যুবদের আইকন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যে গুরু দায়িত্ব দিয়েছে আমাকে দিয়েছে সেই গুরু দায়িত্ব মেনে চলার সর্বত্র চেষ্টা করবো এবং সকলকে নিয়ে সংগঠন মজবুত করা হবে। চেয়ারম্যান রবিউল আলম চৌধুরী বলেন দল আমাদের দায়িত্ব দিয়েছে আমরা বুথের কর্মীদের কথা শুনে সংগঠন সাজানো হবে এবং সমস্ত বিধায়ক দের নিয়ে বসা হবে সেই মতো নির্দেশ দেওয়া হবে। এবং আগামীতে লোকসভার দলীয় প্রার্থী কে জয়ী করা হবে এবং বাম, কংগ্রেস, বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই করা হবে।

একি মঞ্চে নতুন সভাপতি কে ফুলের বুকি ও মালা পরিয়ে সংবর্ধনা জানান জেলার বিভিন্ন ব্লকের প্রধান, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, জেলা পরিষদের সদস্য সহ ব্লক অঞ্চল সভাপতিরা। রাজনৈতিক মহলের বক্তব্য তৃণমূল কংগ্রেসের গোষ্ঠী কোন্দল কি মিটবে সেটা সময়ের অপেক্ষা মাত্র।

বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সাইকেল যাত্রা

ওবাইদুল্লা লস্কর ● মগরাহাট

আপনজন: শিশু অধিকার সপ্তাহ উদজাপন উপলক্ষ্যে বৃহস্পতিবার মগরাহাট -২ নং ব্লকের মোহনপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে কিশোর কিশোরীদের নিয়ে বর্ণাঢ্য সাইকেল যাত্রা অনুষ্ঠিত হলো। র‍্যালির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মোহনপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান শ্রী অমৃত কুমার মন্ডল, উপ প্রধান জুলফিকার মন্ডল, জহুরুল শেখ, আশরাফ শেখ এবং কাজলা জনকল্যাণ সমিতির জেলা কোঅর্ডিনেটর বিবেকানন্দ সাহু। বাল্যবিবাহ মুক্ত গ্রাম পঞ্চায়েত গড়ে তোলার লক্ষ্যে এলাকার কিশোর কিশোরীরা সংগঠিত হয়ে মোহনপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সহযোগিতায় সাইকেল রালি পরিচালনা করলো। প্রধান অমৃত কুমার মন্ডল গ্রাম পঞ্চায়েতকে শিশুবান্ধব গড়ে তোলার জন্য সকলের সহযোগিতার আহ্বান জানান। কাটাখালী গ্রামের ষোড়শী রূপসা জানা বলে আমরা আজ একা নই সকলে মিলে জোটবদ্ধ হয়েছি।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

নতুন সূর্য-র তরফে শিশুদের শীতবস্ত্র বিতরণ

সাদ্দাম হোসেন মিদ্দে ● ভাঙড়

আপনজন: "নতুন সূর্য ওয়েলফেয়ার সোসাইটি "র পক্ষ থেকে শিশুদের শীতবস্ত্র ও শিশুখাদ্য বিতরণ করা হল মঙ্গলবার। জাতীয় শিশু দিবসে তারা শিশুদের নিয়ে কেক কেটে দিবসটি উৎযাপন করে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার ক্যানিংয়ের ঘুটিয়ারী ও ভাঙড়ের শাকশহরে শিশুদের শীতবস্ত্র ও শিশুখাদ্য বিতরণ করা হয়। সংস্থার কর্ণধার আরবিনা পারভীন, সদস্যা রুপালি খাতুন, রাইশা খাতুন, পাপিয়া খাতুন, নাসরিন পারভীনরা এদিন শিশুদের হাতে উপহার সামগ্রীগুলো তুলে দেন।

ছুটির মধ্যে সালকিয়ায় স্কুলে চুরি

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: পুজোর ছুটির পর স্কুল খুলতে এসে চক্ষু চড়কগাছ স্কুল কর্তৃপক্ষের। দেখা গেলো স্কুলের জানালা কেটে স্কুলের কম্পিউটার থেকে বাসনপত্র, ও চুরি গিয়েছে বহু সামগ্রী। চুরি গিয়েছে সিসিটিভির হার্ড ডিস্ক থেকে ক্যামেরাও। হাওড়ার গোলাবাড়ি থানার অন্তর্গত সালকিয়ার একটি হাইস্কুলে এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। এর জেরে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে স্কুল কর্তৃপক্ষ। সন্ধ্যা থেকে ওই এলাকায় স্কুল চত্বরে অসামাজিক কাজকর্মেরও অভিযোগ উঠেছে।

প্রধানকে লক্ষ্য করে বোমাবাজি

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বারাসত

আপনজন: পঞ্চায়েত প্রধান কে লক্ষ্য করে পরপর বোমাবাজি, বোমায় উড়েছে আমডাঙা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান রূপচাঁদ মণ্ডলের । দান হাত।, কামদেবপুর হাটে ঘটেছে ঘটনাটি,স্থানীয়দের দাবি প্রধান বাজারে গিয়েছিল আর তখনই পরপর আচমকাই বোমাবাজি হয় ,রক্তাক্ত অবস্থান আমডাঙা গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে অবস্থা আশঙ্কা জনক হওয়ার রেফার করা হয়েছে বারাসাত হাসপাতালে।প্রতিবাদে দোষীদের গ্রেফতার এর দাবিতে সোনাডাঙ্গা মোড়ে ৩৪নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ স্থানীয়দের সূত্রের খবর তিনি মারা গেছেন সরকারিভাবে মৃত্যু ঘোষণা হয়নি এখনো বারাসাতের বেসরকারি হাসপাতালে মৃত্যু হয়েছে বলে খবর

কুলেশ্বরে গুলি, ধৃত অভিযুক্ত

বাইজিদ মণ্ডল ● ডায়মন্ডহারবার

আপনজন: ডায়মন্ড হারবারের কুলেশ্বরে গুলি কাণ্ডে গ্রেফতার মূল অভিযুক্ত পরেশ মন্ডল। সম্প্রীতি এদিন তিনি সাংবাদিক সম্মেলন করে জানালেন ডায়মন্ড হারবারের এস.ডি.পিও মিতুন দে। তিনি জানান, ঘটনার পর থেকে আত্মগোপন করেছিল অভিযুক্ত পরেশ মন্ডল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

নেইমারের অভাববোধ হচ্ছে না ব্রাজিলের

আপনজন ডেস্ক: লাতিন আমেরিকার বিশ্বকাপ বাছাইয়ে নেইমারকে পাচ্ছে না ব্রাজিল। চোটের কারণে ছিটকে গেছেন আল হিলাল তারকা। সেলেসাওরা কি সুপারস্টার নেইমারের অভাববোধ করবে? ব্রাজিল কোচ ফার্নান্দো দিনিজের বিশ্বাস, ভিনিসিউস জুনিয়র-রদ্রিগোরা নেইমারের কমতি বুঝতে দেবেন না। আজ ভোর ৬টায় লাতিন আমেরিকার বিশ্বকাপ বাছাইয়ে কলম্বিয়ার মুখোমুখি হচ্ছে ব্রাজিল। আগামী ২১শে নভেম্বর চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী আর্জেন্টিনার মুখোমুখি হবে দলটি। এক ম্যাচেও নেইমারকে পাচ্ছে না ব্রাজিল।

গত ১৮ই অক্টোবর বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ম্যাচে উরুগুয়ের কাছে ২-০ গোলে হারে ব্রাজিল। সেই ম্যাচে বাঁ হাঁটুতে গুরুতর চোট পান নেইমার। চোট এখনো সারিয়ে উঠতে না পারায় আর্জেন্টিনা ও কলম্বিয়ার বিপক্ষে খেলতে পারছেন না আল হিলাল তারকা। ব্রাজিল কোচ ফার্নান্দো দিনিজ বলেন, 'মাঠে নেইমারের ভূমিকা নেয়ার বিষয়ে কাউকে ভাবতে হবে না। আমাদের অত্যন্ত প্রতিভাবান একটা প্রজন্ম রয়েছে।

অনেকেই এই (নেইমারের) ভূমিকা নিতে পারে। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, আমরা যেন কারো ওপর বোঝা না চাপিয়ে দিই।

খেলোয়াড়দের ভারমুক্ত থেকে তাদের সেরাটা উজাড় করে দিতে হবে।'

ব্রাজিল দলে ডাক পেয়েছেন ১৭ বছর বয়সী এন্দরিক ফেলিপে। প্রথমবারের মতো জাতীয় দলে ডাক পাওয়া এই তরুণ তুর্কীকে নিয়ে ব্রাজিল কোচ বলেন, 'সে যোগ্যতা বলে এবং দারুণ সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের কারণেই এখানে আছে। তবে ১৭ বছর বয়সী এন্দরিকের কাছ থেকে আমাদের সবকিছু আশা করা ঠিক হবে না। তার মধ্যে আমি অনেক সম্ভাবনা দেখছি। সে ব্রাজিলিয়ান ফুটবলের কিংবদন্তিদের একজন হয়ে উঠতে পারে, তবে সময়ই তা বলে দেবে।' আগামী বছরই স্প্যানিশ জায়ান্ট রিয়াল মাদ্রিদে যোগ দেবেন বর্তমানে ব্রাজিলিয়ান ক্লাব পালমেইরাসে খেলা এন্দরিক ফিলিপে। এবারের মৌসুমে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ৪৭ ম্যাচে ১১ গোল করেছেন এই তরুণ।

দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে বিশ্বকাপের ফাইনালে অস্ট্রেলিয়া

আপনজন ডেস্ক: ১৯৯২, ১৯৯৯, ২০০৭, ২০১৫-এর সঙ্গে এবার যুক্ত হলো ২০২৩। আবারও সেমিফাইনালের গেরোতে আটকা দক্ষিণ আফ্রিকা। এবার 'চোকারস' তকমা থেকে নিজেদের মুক্ত করার প্রতিশ্রুতিতে টুর্নামেন্ট শুরু করলেও সেই শেষ চারেই কাটা পড়তে হলো প্রোটিয়াদের। খুব কাছে গিয়েও ফাইনালে ওঠা হলো না আবার।

দক্ষিণ আফ্রিকাকে বিষাদে পুড়িয়ে ভারতের সঙ্গী অস্ট্রেলিয়া। ডেভিড মিলারে লড়াকু শতকের পরেও বাকিদের ব্যর্থতায় ২১২ রানে গুটিয়ে যায় প্রোটিয়ারা। নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে রান তাড়ায় নামা অজি ব্যাটারদের চেপে ধরেছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার বোলাররা। তবে শেষ রক্ষা হলো না।

৩ উইকেটে হারতে হয় তাদের। ছোট লক্ষ্যেও পাঁচটি ক্যাচ ছাড়েন প্রোটিয়া ফিল্ডাররা। হাফ চান্স মিলিয়ে এমন আরো কয়েকটি সুযোগ তৈরি হয়েছিল। সেগুলো কাজে লাগাতে পারলে হয়তো প্রথমবার ফাইনালে যেতে পারত তারা।

লক্ষ্য টপকাতে নেমে ভালো শুরু পায় অস্ট্রেলিয়া। ট্রাভিস হেড ও ডেভিড ওয়ার্নার উদ্বোধনী জুটিতে তোলেন ৬০ রান। একপেশে সেমিফাইনাল হবে যাঁরা ভেবেছিলেন, তাঁদের ভাবনা বদলাতে হয় এরপর। ওয়ার্নার ২৯ রানে আউট হওয়ার পর কোনো রান না করে ফেরেন মিচেল মার্শ। তবে অন্য প্রান্তে ঠিক ব্যাট চালিয়ে খেলে ফিফটি তুলে নেন হেড। ৪০ বলে অর্ধশতক করে ফেরেন ৪৮ বলে ৬২ রানে। এরপর ধস নামে অস্ট্রেলিয়া দলে। ৩১ রান অজিদের আরো ৩ উইকেট তুলে খেলা জমিয়ে তোলে প্রোটিয়ারা। তবে ২৮ রানের ইনিংসে সেই চাপ কিছুটা আলগা করেন জশ ইংলিস। ২০০ ১৯৩ রানে ৭ উইকেট হারানোর পর শেষ দিকে অধিনায়ক প্যাট কামিন্স ও মিচেল স্টার্কের দায়িত্বশীল ব্যাটিংয়ে জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে অস্ট্রেলিয়া। এই জয়ে ষষ্ঠ শিরোপার আরো কাছে অজিরা। আগামী ১৯ নভেম্বর আহমেদাবাদে ভারতের বিপক্ষে লড়াইয়ে হবে শিরোপার ফয়সালা।

এর আগে কলকাতার ইডেন গার্ডেনসে টস জিতে অজি বোলারদের হাতে বল নয়, যেন যুদ্ধের মূল অস্ত্রটাই তুলে দেন তেম্বা বাভুমা। যার প্রথম শিকার তিনি নিজেই। আগুনে বোলিংয়ে শুরুতেই দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাটারদের চেপে ধরেন মিচেল স্টার্ক ও জশ হ্যাজেলউড। ইনিংসের প্রথম ওভারে স্টার্কে ফেরান বাভুমাকে। ষষ্ঠ ওভারে কুইন্টন ডি ককে আউট করেন হ্যাজেলউড।

দুই বোলারের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে প্রোটিয়া ইনিংসের প্রথম বাউন্ডারি পায় নবম ওভারে। ১০ ওভারের পাওয়ার প্লেতে তোলে মোটে ১৮ রান। ওখান থেকে ঘুরে দাঁড়াতে গিয়ে উল্টো এইডেন মারক্রাম ও রসি ফন ডার ডুসেনের উইকেট হারায় দক্ষিণ আফ্রিকা। ২৪ রানে নেই ৪ উইকেট তাদের।

হেনরিক ক্লাসেনের সঙ্গে মিলারের ৯৫ রানের জুটি এই ধাক্কা কিছুটা কাটালেও লাভ হয়নি। ৩১তম ওভারে ৪৭ করা ক্লাসেনের সঙ্গে মার্কো ইয়েনসেনকে খালি হাতে ফেরান অনিয়মিত বোলার হেড। শেষ দিকের ব্যাটারদের সঙ্গে ছোট ছোট জুটিতে নিজের রানের সঙ্গে দলের রান বাড়ানোর কাজ করেন মিলার। ১১৫ বলে শতক পূর্ণ করে কামিন্সের ঠিক পরের বলেই ফেরেন তিনি। ২১২ রানে গুটিয়ে যায় দক্ষিণ আফ্রিকার ইনিংস। লড়াই জমলেও জয়ের জন্য যথেষ্ট ছিল না এই রান। আবার সেমিফাইনালে স্বপ্নযাত্রা থামে প্রোটিয়াদের।

বল হারিয়ে যাওয়ার ভয়ে ছক্কা মারেননি বেকহাম

আপনজন ডেস্ক: সেমিফাইনাল ম্যাচের আগে শচীন টেন্ডুলকারের সঙ্গে মাঠে নামেন সাবেক ইংলিশ ফুটবল তারকা বেকহাম। ঠিক ওই সময়ই মাঠের এক প্রান্তে ফুটবল নিয়ে গা গরমের পর্বটা প্রায় শেষ করে এনেছেন বিরাট কোহলিরা। বেকহামকে দেখে কোহলি তাঁকে বলটা পাস দিলেন। ইংল্যান্ডের সাবেক মিডফিল্ডারও ফিরতি পাসে জবাব দিলেন। দুই ভুবনের দুই তারকার এই 'ভাষাহীন' যোগাযোগ চলল দুবার। ওয়াংখেড়ের ঘরের ছেলে টেন্ডুলকারের পাশে বেকহামকে দেখার অনুভূতি গ্যালারি তখনো পুরোপুরি হজম করতে পারেনি। 'ঘরের ছেলে'র সঙ্গে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড কিংবদন্তির নামও জোরেশোরে শোনা গেল গ্যালারি থেকে। কে বলে, ফুটবল-ক্রিকেটের সম্পর্ক বন্ধুসুলভ নয়! উল্টো মধুর আর স্মরণীয় কিছু মুহূর্তই দেখা গেল ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে। ভারত ফাইনাল উঠল, কোহলি ওয়ানডেতে সর্বোচ্চ শতকের রেকর্ড গড়লেন, সেটাও যাঁর রেকর্ড টপকালেন সেই টেন্ডুলকারকে সাক্ষী রেখে টেন্ডুলকারেরই ময়দানে—এসবই বেকহাম চাক্ষুষ দেখলেন। আর দেখলেন জনপ্রিয়তা। ভারতে ক্রিকেটের জনপ্রিয়তা দেখে বেকহামের নিশ্চয়ই ফুটবলের দর্শকদের কথা মনে পড়েছে। তখন মনের মধ্যে অদৃশ্য এক প্রতিযোগিতা চলাই স্বাভাবিক—গ্যালারিতে কারা বেশি গলা ফাটায়? ফুটবল না ক্রিকেটের দর্শক? ইউরোপিয়ান ফুটবলে মাঠ ও মাঠের বাইরে তুমুল জনপ্রিয় বেকহামের মনের উত্তরটা আন্দাজ করে নেওয়াই যায়। তবে সে আন্দাজ কিন্তু ভুলও হতে পারে! আইসিসি নিজেদের অফিশিয়াল ইনস্টাগ্রাম পেজে এবং ভারতীয় ক্রিকেট দল নিজেদের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে আজ একটি ভিডিও পোস্ট করেছে। বেকহাম এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন

সেখানে। শুধু এটাই নয়, প্রথমবার ভারতে আসা, ক্রিকেটের উত্তুঙ্গ জনপ্রিয়তা দেখা, টেন্ডুলকারের সঙ্গে কাটানো সময় এবং ক্রিকেটে নিজের অতীত নিয়েও কথা বলেছেন লিওনেল মেসির দল ইন্টার মায়ামির সহমালিক। টেন্ডুলকারের সঙ্গে নিজের ক্লাবের জার্সিও বদল করেছেন ফুটবলের গ্ল্যামারাস জগতের কিংবদন্তি। ভিডিওতে বেকহামের কাছে তিন শব্দে ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামের দর্শকদের সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়। ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড, রিয়াল মাদ্রিদ, এসি মিলান, পিএসজি মাতানো বেকহাম উত্তরে সেই শব্দগুলোই বললেন, যেগুলো পৃথিবীর যেকোনো খেলার গ্যালারিভর্তি দর্শকদের সঙ্গে মানানসই—শিহরণ জাগানো, আবেগময় এবং অবিশ্বাস্য। এই ধারাবাহিকতায়ই ওই প্রশ্নটি করা। বেকহামের উত্তর, 'আমি ফুটবলের দর্শকদের কথাই বলতাম। কিন্তু আজ (গতকাল) এখানকার (ওয়াংখেড়ে) পরিস্থিতি দেখার পর ঠিক নিশ্চিত করে বলতে পারছি না।

দর্শকেরা চেঁচামেচি এবং নানা রকম উদ্‌যাপনে যে উৎসবের পরিবেশ তৈরি করেছে, তা শিহরণজাগানিয়া। তাই ঠিক নিশ্চিত করে বলতে পারছি না।'

গ্যালারিভর্তি স্টেডিয়ামের টানেল দিয়ে বহুবার মাঠে নেমেছেন বেকহাম। তা কাল ওয়াংখেড়ের সিঁড়ি বেয়ে টেন্ডুলকারের সঙ্গে মাঠে নামতে কেমন লেগেছে? বেকহাম বলেছেন, 'স্টেডিয়ামে ঢুকে গা শিউরে ওঠার অনুভূতিটা সব সময়ই ভালো লাগে। ঢুকেই বুঝেছি পরিবেশটা একটু অন্য রকম। সেটা সম্ভবত আমি শচীন টেন্ডুলকারের সঙ্গে মাঠে নেমেছি বলে। সে কারণেই হয়তো অনুভূতিটা ছিল বিশেষ।' বেকহামকে নিয়ে মাঠে নামার পর মাইক্রোফোনে তাঁকে দর্শকদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন টেন্ডুলকার। সেটুকু সম্ভবত সৌজন্যতা রক্ষার্থেই; কারণ, বেকহামের খ্যাতি দুনিয়াজোড়া। আর সে কারণেই বেকহামের নাম উচ্চারিত হতেই গর্জনে ফেটে পড়ে ওয়াংখেড়ের গ্যালারি। দর্শকেরা যেনে বুঝিয়ে দিতে চাইলেন, ফুটবলের মানুষকে ক্রিকেটে স্বাগতম! বেকহাম অবশ্য একসময় ক্রিকেটেও বসত করেছেন। ইউনিসেফের শুভেচ্ছাদূত হয়ে ভারতে এসে তিনি কচি-কাঁচাদের সঙ্গে ক্রিকেটও খেলেছেন। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম গার্ডিয়ান সেই খেলারই একটি ভিডিও নিজেদের ইউটিউব চ্যানেলে ছেড়েছে। সেখানে বেকহামের ব্যাটিং দেখলে যে কেউ ভেবে নেবেন, এই লোকের সঙ্গে অতীতে অবশ্যই ব্যাট-বলের সম্পর্ক ছিল!

চোস্ত ব্যাটসম্যান না হলেও পুল ও কাটগুলো দেখে এমন দাবি অস্বীকার করা যায় না।

বেকহামও স্বীকার করলেন তবে কখনো ক্রিকেট খেলেছেন কি না, এমন প্রশ্ন তাঁকে করা হয়নি।

জানতে চাওয়া হয়েছিল, সুযোগ পেলে ব্যাটসম্যান, বোলার না অলরাউন্ডার হতেন?

৪৮ বছর বয়সী বেকহামের উত্তর, 'স্কুলে পড়াকালীন সময়ে ক্রিকেট খেলতাম। ব্যাটিং করতেই বেশি ভালো লাগত। বোলিং-ফিল্ডিং করতেও ভালো লাগত। সে জন্য হয়তো আমাকে অলরাউন্ডারও বলতে পারেন। তবে আমি নিজেকে ব্যাটসম্যান হিসেবেই দেখি।'

পিচ পরিবর্তন নিয়ে আজেবাজে কথা বলা বন্ধ করতে বললেন গাভাস্কার

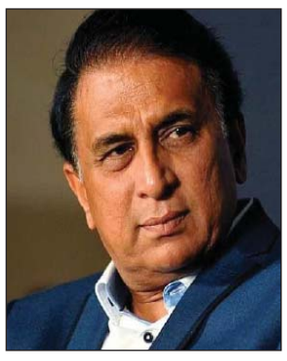

আপনজ ডেস্ক: গতকাল প্রথম সেমিফাইনালের আগে বোমা ফাটিয়েছিল মেইল অনলাইন। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যমটি দাবি করেছিল, স্পিনারদের সুবিধা দিতে আইসিসির অনুমতি না নিয়েই ভারতের ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) সেমিফাইনালের উইকেট পরিবর্তন করেছে।

যদিও প্রথম সেমিফাইনালে দেখা গেছে স্পিনাররা তেমন একটা সুবিধা নিতে পারেননি। মোহাম্মদ শামি ও ব্যাটসম্যানদের কল্যাণে ভারত জিতেছে ৭০ রানে। প্রথম সেমিফাইনালের পর ভারতের কিংবদন্তি সুনীল গাভাস্কার তাই পিচ পরিবর্তন নিয়ে যাঁরা কথা বলেছেন, তাঁদের ধুয়ে দিয়েছেন।

ভারত-নিউজিল্যান্ড সেমিফাইনাল ম্যাচের জন্য মূলত ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামের ৭ নম্বর উইকেট পূর্বনির্ধারিত ছিল। লিগ পর্বে এ মাঠে অনুষ্ঠিত চার ম্যাচের একটিও ৭ নম্বর উইকেটে হয়নি।

সংবাদমাধ্যমটি দাবি করেছিল, আইসিসি ও বিসিসিআইয়ের ৫০ জনের বেশি কর্মকর্তাদের একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের খুদে বার্তা থেকে নিশ্চিত হওয়া গেছে, প্রথম সেমিফাইনাল ম্যাচ ৭ নম্বর উইকেট থেকে সরিয়ে ৬ নম্বর উইকেটে স্থানান্তর করা হয়েছে। লিগ পর্বে এই উইকেটে ইংল্যান্ড-দক্ষিণ আফ্রিকা ও ভারত-শ্রীলঙ্কা ম্যাচ হয়েছে। শেষ পর্যন্ত খেলাও হয়েছে ৬ নম্বর উইকেটে।

আইসিসি পুরো বিষয়টিকে স্বাভাবিক বললেও অনেকেই এর সমালোচনা করেছেন।

তাঁদের উদ্দেশ করেই ই-স্টার স্পোর্টসে গাভাস্কার বলেছেন, 'যেসব নির্বোধ পিচ পরিবর্তন নিয়ে কথা বলেছে, আশা করছি, তারা মুখটা বন্ধ করবে। পিচ পরিবর্তন নিয়ে কথা বলা বন্ধ করুন। দুই দলের জন্যই এটা সমান ছিল।'

ম্যাচ শুরুর আগে ধারাভাষ্যকার দিনেশ কার্তিকও বলেছেন, ৬ নম্বর উইকেটেই ম্যাচ হচ্ছে। এই উইকেটে স্পিনাররা বাড়তি সুবিধা পাবেন। যদিও ম্যাচে একেবারেই উল্টো চিত্র দেখা গেছে।

নিউজিল্যান্ডের তিন স্পিনার মিচেল স্যান্টনার, রাচিন রবীন্দ্র ও গ্লেন ফিলিপস আর ভারতের দুই স্পিনার রবীন্দ্র জাদেজা ও কুলদীপ যাদব—এই পাঁচজন স্পিনার মিলে নিতে পেরেছেন মাত্র ১টি উইকেট। মেইল অনলাইনের ওই প্রতিবেদনে দাবি করা হয়, রোহিত শর্মার দল ফাইনালে উঠলে শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচের নির্ধারিত উইকেটও বদলে ফেলা হবে।

গাভাস্কার পিচ নিয়ে সব ধরনের কথাই বন্ধ করতে বলেছেন, 'পিচ নিয়ে আজেবাজে কথা বন্ধ করুন। অবশ্য দ্বিতীয় সেমিফাইনাল হওয়ার আগেই অনেকে আহমেদাবাদের পিচ নিয়ে কথা বলা শুরু করে দিয়েছেন।'

নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে গতকাল বিশ্বকাপ ফাইনালে পৌঁছে গেছে ভারত। ২০১৯ সালের সেমিফাইনালে ভারতকেই হারিয়ে ফাইনালে গিয়েছিল নিউজিল্যান্ড। এবার ফলটা ভিন্নই হয়েছে। বিরাট কোহলি ও শ্রেয়াস আইয়ারের সেঞ্চুরি, শামির ৭ উইকেটে সহজ জয়ই পেয়েছে তারা। ১২ বছর পর ঘরের মাটিতে আরেকটি বিশ্বকাপ শিরোপা জিততে অপরাজিত থাকার ধারাটি ধরে রাখতে হবে আর এক ম্যাচ!

অন্যদিকে টানা দুটি ফাইনাল খেলার পর এবার সেমিফাইনালেই থেমেছে নিউজিল্যান্ডের বিশ্বকাপ।

'শামির বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করবেন না', মুম্বইকে বললো দিল্লি পুলিশ

আপনজন ডেস্ক: সেমিফাইনালে ৭ উইকেট নিয়ে ভারতকে ফাইনালে তুলেছেন মোহাম্মদ শামি। শামির বিধ্বংসী বোলিং গোটা ভারতকেই গর্বিত করেছে। দেশটির প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ৩৩ বছর বয়সী পেসারকে প্রশংসায় ভাসিয়েছেন। এবার তাকে নিয়ে 'মিম যুদ্ধে' মজেছে ভারতের বৃহত্তম দুই শহর মুম্বই ও দিল্লির পুলিশ। পরে তাতে যোগ দিয়েছে বিশ্বকাপ ফাইনালের শহর আহমেদাবাদের পুলিশও। তিন শহরের পুলিশের একের পর এক পোস্টে নেট-দুনিয়ায় শোরগোল পড়েছে।

শুরুটা করেছে ভারতের রাজধানী দিল্লির পুলিশ। শামি সেমিফাইনালে যে শহরে বল হাতে তোপ দেখিয়েছেন, সেই মুম্বই পুলিশকে উদ্দেশ্য করে লিখেছে, 'আশা করি হামলা চালানোয় (নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে বিধ্বংসী বোলিং করায়) আপনারা তার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করবেন না।'

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয় মুম্বই পুলিশ। তারা লেখে, 'আরে, আপনারা তো অসংখ্য মানুষের হৃদয় চুরির অভিযোগ আনার কথা ভুলেই গেছেন। শুধু মোহাম্মদ শামিই নয়, আরও দুজন এ অপরাধে যুক্ত।' শামি ছাড়া বাকি দুজন বলতে হয়তো বিরাট কোহলি ও শ্রেয়াস আইয়ারকে বোঝাতে চেয়েছে মুম্বই পুলিশ। সেমিফাইনালে দু'জনই সেঞ্চুরি করেছেন।

পুরো লেখাটিতেই যে রসিকতা করা হয়েছে, পোস্টের শেষে মুম্বই পুলিশ এও জানিয়েছে।

তারা লিখেছে 'প্রিয় নাগরিকগণ, আপনাদের জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি যে দুই রাজ্যের পুলিশ ভারতীয় দণ্ডবিধি সম্পর্কে অবগত। আর আপনাদের উপস্থিত বুদ্ধিতেও আমাদের সম্পূর্ণরূপে আস্থা রয়েছে।'এই ট্রেন্ডে গা ভাসিয়েছেন মুম্বই পুলিশের স্পেশাল কমিশনার দেবেন ভারতীয়। শামির বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের কিংবা তাকে আটক করা যাবে কি না, দিল্লি পুলিশের এই প্রশ্নে দেবেন লিখেছেন, 'একদমই নয়। আত্মরক্ষা অধিকার আইনের আওতায় তাকে কোনোভাবেই আটক করা যায় না।'

মিমের লড়াইয়ে পিছিয়ে নেই আহমেদাবাদ পুলিশও। আগামী রোববার আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে হবে ফাইনাল। মুম্বই পুলিশ আহমেদাবাদ পুলিশের অফিশিয়াল পেজ ট্যাগ করে লেখে, 'বিজয় রথে চড়তে তোমরা প্রস্তুত তো? এবার ফাইনালের অপেক্ষা। আহমেদাবাদের পথে রওনা দিয়েছে সেটি।' এর উত্তরে আহমেদাবাদ পুলিশ লেখে, 'আমরা প্রস্তুত।' ভারতের তিন শহরের পুলিশের এই রসিকতায় সাধারণ মানুষও যোগ দিয়েছে। একজন লিখেছেন, 'শামিকে ১৯শে নভেম্বর পর্যন্ত রেহাই দিন। তার আরেকটি বড় ডাকাতি করা বাকি আছে।' আরেকজন লিখেছেন, 'হাস্যরসের সর্বোচ্চ পর্যায়।'

রাত পোহালেই মাঠে নামবে ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনা

আপনজন ডেস্ক: বিশ্বকাপ ক্রিকেটের ফাঁকে ফুটবলে দুটি বড় ম্যাচ দেখা যাবে আগামীকাল বাংলাদেশ সময় সকালে। ২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চল থেকে বারানকুইলায় ব্রাজিলকে আতিথ্য দেবে কলম্বিয়া। বুয়েনস এইরেসে অন্য ম্যাচে উরুগুয়ের মুখোমুখি হবে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা। দুটি ম্যাচই শুরু হবে সকাল ছয়টায়। ৪ ম্যাচের সব কটি জিতে ১২ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে থাকা আর্জেন্টিনার জন্য ম্যাচটিতে পুনর্মিলনীর আবহ। উরুগুয়ের আর্জেন্টাইন কোচ মার্সেলো বিয়েলসা একসময় আর্জেন্টিনারও কোচ ছিলেন। উরুগুয়ে তারকা লুইস সুয়ারেজ আবার আর্জেন্টাইন কিংবদন্তি লিওনেল মেসির বন্ধু। বার্সেলোনার দিনগুলোয় জমে ওঠা সেই বন্ধুত্বের বিপরীতে জাতীয় দলের জার্সিতে লড়াই করবেন তাঁরা। পায়ে মাংশপেশির চোট থেকে মাত্রই সেরে উঠেছেন মেসি। সুয়ারেজ আছেন ছন্দে। গ্রেমিও-র হয়ে ব্রাজিলের ঘরোয়া ফুটবলে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ৪৯ ম্যাচে করেছেন ২৬ গোল। উরুগুয়ের মুখোমুখি হওয়ার পর আগামী সপ্তাহে মারাকানা স্টেডিয়ামে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ব্রাজিলের বিপক্ষে বিশ্বকাপ বাছাই ম্যাচ রয়েছে আর্জেন্টিনার। গত ২১ অক্টোবর ইন্টার মায়ামির হয়ে মৌসুম শেষ করা মেসির জন্য এই পঞ্জিকাবর্ষে আর্জেন্টিনার হয়ে এ দুটোই শেষ ম্যাচ। অন্যদিকে উরুগুয়ে দলে বিয়েলসার অধীনে প্রথমবারের মতো ফিরবেন সুয়ারেজ।

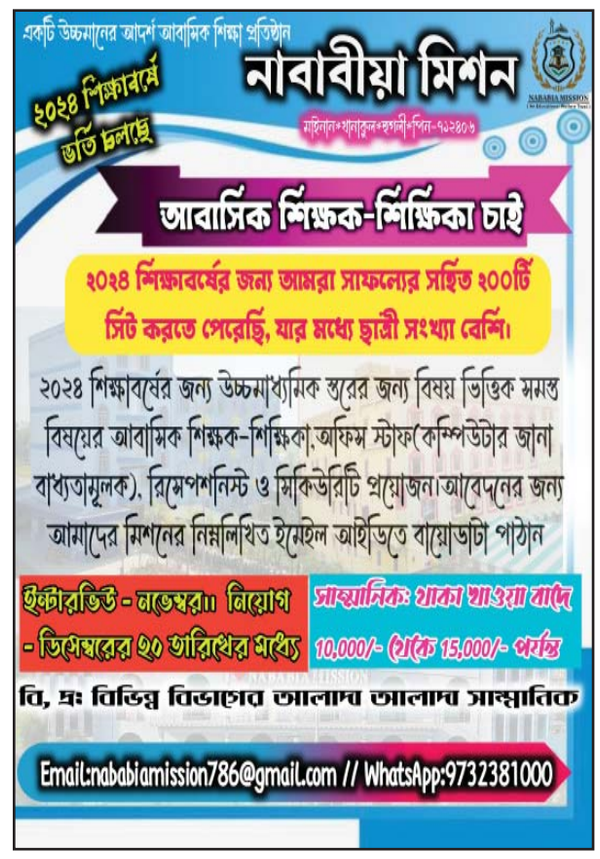

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। সম্পাদকীয় দফতর: আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: জাইদুল হক।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**